ভূমিকা।

মহাত্মা শ্যামাচরণ সরকার-বিদ্যাভূষণ মহাশয়,আমারদিগের কুটুম্ব ও পূর্ব্ব-পরিচিত আত্মীয় হইলেও তাঁহার সহিত দীর্ঘ-কাল একত্রে অবস্থান করিবার কথন সুযোগ সংঘটিত হয় নাই। ১৭৯৭ শকের পৌষ মাসে আমার মধ্যম-পুত্রের সঙ্কট পীড়ার চিকিৎসা-জন্য তাঁহার কলিকাতা তালতলার বাটীর নিকটস্থ একটী ভবনে প্রায় ৩।৪ মাস কাল আমাকে সপরিবারে অবস্থান করিতে হইয়াছিল। তদুপলক্ষে আমি সর্ব্বদাই তাঁহার নিকটে যাইতাম এবং তিনিও অনুগ্রহ করিয়া সময়ে সময়ে প্রবাস-নিকেতনে আসিয়া উপদেশ ও সান্ত্বনা-বাক্য দ্বারা আমার-দিগের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা বিদূরিত করিতেন।

তৎকালে তালতলার প্রায় সমুদায় কৃতবিদ্য লোকেরই মুখে তাঁহার গুণ-গ্রামের পরিচয় ও প্রাচীন পক্ষীয় জনগণের সন্নিধানে তাঁহার পূর্ব্ব-জীবনের বিস্ময়কর কাহিনী শ্রবণ করিয়া চমৎকৃত হইতাম এবং স্বচক্ষে তাঁহার কর্ম্ম-শ্রমের——শাস্ত্র-দর্শনের ও ঈশ্বর-প্রীতি এবং প্রিয়-কার্য্য সাধনের পদ্ধতি সন্দর্শন ও সরল স্বাভাবিক গুণ রাজীর প্রত্যক্ষ নিদর্শন অবলোকন করিয়া সেই দুর্ভাবনা দুশ্চিন্তার সময়েও বিশেষ আনন্দ লাভ হইত।

আমার অবলম্বিত বিষয়-কার্য্য ও রোগীর সেবা-শুশ্রূষাদি করিয়া যে সময় থাকিত, কি রূপে তাহা অতিবাহিত হইবে, তাহা চিন্তা করিয়া, প্রাগুক্ত মহাত্মার উৎসাহ ও শিক্ষা-প্রদ জীবন-চরিত লিখিতেই আমার ইচ্ছা হইল। সেই সাধু ইচ্ছাটী কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য নানা সূত্রে তাঁহার জীবনের ঘটনা সকল সংগ্রহ ও

লিপি-বদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। শ্যামাচরণ বাবুর নিকটে যখন যাইতাম, তখন কথোপকথন-চ্ছলে সেই সকল সংগৃহীত তত্ত্বের যাথার্থ্য সপ্রমাণ করিয়া লইবার চেষ্টা পাইতাম। ক্রমে শ্যামাচরণ বাবু আমার অভিসন্ধি জানিতে পারিয়া, আমার বিশেষ অনুরোধ ও আকিঞ্চনে তাঁহার জীবনী-সংক্রান্ত আমার পরিজ্ঞাত-বিষয় সকলের ভ্রম-প্রমাদাদি সংশোধন করিয়া দিতেন।

শ্যামাচরণ বাবুর খুল্লতাত কৃষ্ণনগর নিবাসী পরলোকগত হরচন্দ্র সরকার মহাশয়, যাঁহার আলয়ে তিনি বাল্য-জীবনে পালিত ও পোষিত এবং যাঁহার যত্নে তিনি শ্রীনাথ লাহিড়ি মহাশয়ের নিকট পারস্য-ভাষায় শিক্ষিত হয়েন; তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন সরকার মহাশয় বাল্য-কাল হইতে তাঁহাব দ্বারা পালিত ও শিক্ষিত হইয়া তাঁহারই তালতলার আলয়ে অবস্থান করিয়া হাই-কোর্টে বিষয়-কার্য্য করিয়া থাকেন, আমি তাঁহার সন্নিধানেও অনেক তথ্য পাইয়াছি। পরে সমুদয় বিষয় সংগ্রহ কবিয়া, জীবন-চরিত খানি লিখিয়া, শ্যামাচরণ বাবুকে সংশোধন জন্য অর্পণ কবি; তিনি দেখিয়া দিলে, আমি পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিলাম। তাহাতে তিনি আমাকে বিশেষ অনুরোধ-সহকারে বলেন, যে "অপরস্মা কিংভবিষ্যতি—আমার ভবিষ্যৎ-জীবনে কি ঘটে তাহা জানি না; অতএব এখন ইহা প্রকাশ করা থাকুক।" আমি তাঁহার আদেশ-ক্রমেই বাঞ্ছিত-বিষয় হইতে নিবৃত্ত ছিলাম।

পরে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ১১ ডিসেম্বর দিবসীয় সুপ্রসিদ্ধ "ইণ্ডিয়ান মিরর" সংবাদ-পত্রে তাঁহার সংক্ষিপ্ত-জীবনী প্রকাশিত হয়। একদিন তিনিই আমাকে সেই পত্রিকা-খানি তাঁহার তালতলায় বাটীতে পাঠ করিতে দিয়াছিলেন।

আমি শ্যামাচরণ বাবুর আদেশক্রমে এতদিন পূর্ব্ব লিখিত জীবন-চরিত মুদ্রিত করি নাই; এখন তাহাতে তাঁহার শেষ-জীবনের ঘটনা

সকল সংযোজিত করিয়া এবং অপরিজ্ঞাত তত্ত্ব সকল অবগত হইয়া, তাহাতে সন্নিবেশ-পূর্ব্বক এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি মুদ্রিত করিলাম। এতৎ পাঠে যদি এক ব্যক্তিরও শ্যামাচরণ বাবুর ন্যায় স্বচেষ্টা ও স্বাবলম্বন-অনুরাগ উদ্দীপ্ত হয় এবং তাঁহার অসামান্য গুণ-রাশির ও মহত্ত্ব-সাধন-উপযোগী বিদ্যা-বুদ্ধি জ্ঞান-ধর্ম্ম-সমূহের অনুকরণ করিতে প্রবৃত্তি জন্মে, তাহা হইলে আমি আমার সকল যত্ন-চেষ্টা সার্থক জ্ঞান করিব।

সংক্ষেপ-কাল মধ্যে এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি প্রকাশ করায় যদি ইহাতে কোন অবশ্যম্ভাবী ভ্রম-প্রমাদ দৃষ্ট হয় অথবা শ্যামাচরণ বাবুর জীবনী-সংক্রান্ত কোন বিশেষ-জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশিত হইতে অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে পাঠক-মহাশয়গণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে অবগত করিলে কৃতজ্ঞতার সহিত বারান্তরে তাহা সংশোধিত ও সন্নিবেশিত করিতে যত্নবান্ হইব।

বেহালা
২৬ আশ্বিন
১৮০৪ শক।

শ্রী বেচারাম চট্টোপাধ্যায়।

মহাত্মা শ্যামাচরণ সরকারের জীবন-চরিত্র।

প্রথম অধ্যায়।

শ্যামাচরণ বাবুর পিতৃ-পিতামহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

অস্মদ্দেশমধ্যে যে সকল অসামান্য বিদ্যা-বুদ্ধি-সম্পন্ন কুলপাবন সৎপুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া ভারত-জননীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন, মহাত্মা শ্যামাচরণ সরকার মহাশয় তন্মধ্যে একজন অগ্রগণ্য। ভারত-সন্তানের মধ্যে অনেকেই যেমন জ্ঞান-জ্যোতিবিহীন দীন-দুঃখী-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া আপনাপন বিদ্যা-বুদ্ধি, ধন-সম্পদ-বলে নিজ বংশের উৎকর্ষ সাধন করিয়া গিয়াছেন, উল্লিখিত মহাপুরুষ তেমনি নানা-শাস্ত্র-বিশারদ সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ-কুলে—পিতার সুখ-সৌভাগ্য সময়ে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াও দুর্ব্বিসহ দুঃখ-দরিদ্রতা, বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম পূর্ব্বক অসাধারণ বিদ্যা-বুদ্ধি জ্ঞান-ধর্ম্ম প্রভাবে স্বীয় বংশ-মর্য্যাদা রক্ষা করত লোক সাধারণের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

যাঁহারা শ্যামাচরণ বাবুর পূর্ব্বপুরুষগণের বিশেষ বৃত্তান্ত অবগত নহেন, তাঁহারা কেবল তাঁহার উপাধি-মাত্র শ্রবণ করিয়া হয় তো তাঁহাকে কোন শূদ্র-বংশ-উদ্ভব বলিয়া মনে করিতে পারেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে।

তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই বংশ বিদ্যা-বুদ্ধি, জ্ঞান-ধর্ম্ম-সাধন জন্য পুরাকাল হইতে অতীব প্রসিদ্ধ। তাঁহার পূর্ব্ব

পুরুষগণ ধর্ম্ম-শাস্ত্র ব্যবসা, এবং রাজ-সেবা নিবন্ধন বিপুল যশো-কীর্ত্তি লাভ করিয়া আসিয়াছেন। ব্রাহ্মণ-কুলের মধ্যে তাঁহারা অতি গণনীয় (সিমলাই) শুদ্ধশ্রোত্রিয়। ইহাঁরই পূর্ব্বপুরুষ অবিলম্বন সরস্বতী শাস্ত্র-জ্ঞান ও ধর্ম্ম-সাধন জন্য অদ্যাপি অনেকেরই স্মরণীয় হইয়া আছেন। অবিলম্বন সরস্বতী মহাশয়ের তিনটী পুত্র, কবি ডিন্‌ডিম সরস্বতী, কেশব ভারতী এবং ছত্র ভারতী নামে বিখ্যাত।

মুসলমানদিগের রাজ্য-কালে মুরশিদাবাদেই ইহাঁরদের বাসস্থান ছিল। এইরূপ জনশ্রুতি যে কৃষ্ণনগরের জনৈক গুণগ্রাহী রাজ-কুমার কর্ম্ম-সূত্রে মুরশিদাবাদে গমন করত ইহাঁরদের জ্ঞান-ধর্ম্মানু-রাগিতার পরিচয় প্রাপ্ত হন এবং স্বীয় রাজধানী নবদ্বীপের গৌরব-বর্দ্ধনার্থ তাঁহারদিগকে আনয়ন করত স্বীয় অধিকার মধ্যে বসবাস করান।

প্রাগুক্ত অবিলম্বন সরস্বতী মহাশয়ের মধ্যম পুত্র কেশব ভারতী, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভা মধ্যে একজন গণনীয় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি ও ধর্ম্মানুষ্ঠান-সৌরভ কালক্রমে চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইলে, ধর্ম্ম-পিপাসু গৌরাঙ্গ দেব আগ্রহ সহকারে তাঁহার নিকটে দীক্ষিত হন এবং নানাবিধ ধর্ম্ম উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে কৃতার্থমন্য জ্ঞান করেন। তদবধি গৌরাঙ্গ-গুরু বলিয়া এই বংশ সাধারণের শ্রদ্ধা ও ভক্তিভাজন হইয়া রহিয়াছেন।

কাল-ক্রমে উল্লিখিত মহাপুরুষগণ লোকান্তরিত হইলে, রাজ-বংশের নিকট তাঁহারদের পুত্র পৌত্রাদিও সবিশেষ শ্রদ্ধা ও বিশ্বা-সের পাত্র হইয়া বহুবিধ বৈষয়িক কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া নবদ্বীপেই কয়েক পুরুষ অবস্থান করেন। পরে শ্যামাচরণ বাবুর বৃদ্ধ-প্রপিতা-মহ রমাকান্ত সরকার মহাশয়ের প্রতি রাজবংশীয় কোন ব্যক্তির ক্রোধ-সঞ্চার হওয়াতে তাঁহার "ঘর বার জব্দ" করিবেন এই সংবাদ লোক-মুখে তিনি শুনিতে পাইলেন। পরে উপায়ান্তর না দেখিয়া

অপমান-ভয়ে চূর্ণী-নদী-কূলে মামজাউন গ্রামে আসিয়া বসতি করেন। তাঁহার তথায় রামরাম, ও দয়ারাম নামক দুইটী পুত্র হয়। রামরাম, শ্যামাচরণ বাবুর প্রপিতামহ। ইহাঁর পুত্র রঘুনাথ, ইনি শ্যামাচরণ বাবুর পিতামহ। রঘুনাথ বয়োবৃদ্ধি সহকারে বিদ্যা-বুদ্ধি যোগ্যতা লাভ করিলে রাজসরকারেই বিষয়-কার্য্য প্রাপ্ত হইয়া সসম্ভ্রমে কাল-যাপন করেন। তাঁহার পুত্র হরনারায়ণ সরকার, ইনি শ্যামাচরণ বাবুর পিতা। শাস্ত্রব্যবসা জন্য যেমন ইহাঁরদের পূর্ব্বপুরুষগণ স্থানে স্থানে সরস্বতী, ভারতী, ভট্টাচার্য্য নামে বিখ্যাত আছেন; তেমনি নবাব-সরকারে রাজ-পরিবারে বিষয়-কার্য্য করাতে সরকার প্রভৃতি তৎকালীয় সম্ভ্রম-জনক উপাধি প্রাপ্ত হইয়া নানা স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন।

শ্যামাচরণ বাবুর পিতা, হরনারায়ণ সরকার মহাশয় নানা স্থানে নানা রূপ বিষয়-কার্য্য করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে জেলা পূর্ণিয়ায় রাণী ইন্দ্রাবতীর দেওয়ান হইয়াই বহুদিন সসম্ভ্রমে কালক্ষেপ করেন।

হরনারায়ণ সরকার মহাশয় অতীব দয়ালু ও আতিথ্য-ধর্ম্ম-পরায়ণ ছিলেন। উপস্থিত বিষয়-কর্ম্মে যেমন তাঁহার পদ-বৃদ্ধি ও অধিকতর অর্থাগম হইল, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার দান-ক্রিয়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পূর্ণিয়ায় তিনি যেরূপ নিস্বার্থ ও নিষ্কাম-ভাবে অতিথি-সেবা প্রভৃতি সাত্ত্বিকী ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া-ছিলেন, তাহা শ্রবণ করিলে বিস্মিত ও চমৎকৃত হইতে হয়। তিনি অতিথি অভ্যাগতদিগের কষ্ট ক্লেশ দেখিলে নিতান্ত কাতর হইয়া সাধ্যের অতিরিক্ত দান করত তাহা বিমোচন করিতে যত্নবান হই-তেন। প্রতিদিন অতিথি সেবাদি সুশৃঙ্খল রূপে সুসম্পন্ন হইতেছে কি না, তাহা স্বচক্ষে সন্দর্শন করিতেন। তাঁহার এই প্রাণগত কার্য্য-ভার কর্ম্মচারিদিগের হস্তে অর্পণ করত নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি-তেন না।

এক সময়ে তিনি বহু পরিমাণ অপহৃত অহিফেণ ধৃত করিয়া দেওয়াতে ইংরাজ-রাজপুরুষগণ সন্নিধানে দশ সহস্র মুদ্রা পুরস্কার প্রাপ্ত হন। চার্লস রিড্ নামক পূর্ণিয়াস্থ জনৈক সম্ভ্রান্ত সম্পদ-শালী ভূম্যধিকারী তাঁহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। তিনি হরনারায়ণ বাবুকে বলিলেন যে, দেখ, তুমি অতিশয় অপরিমিতব্যয়ী, তোমার এমন কোন সম্পত্তি নাই যে, বিষয়-কর্ম্ম না থাকিলে একটী দিনও স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত হইতে পারে; অতএব আমার ইচ্ছা এই যে, তুমি তোমার উপর্জ্জিত ধনে নিত্য-দান-ক্রিয়াদি সমাধা কর, আর এই দৈব-লব্ধ দশ সহস্র টাকা আমার হস্তে দাও, আমি সুবিধা-ক্রমে তোমার জন্য একখানি জমিদারি খরিদ করিয়া দিব। হরনারায়ণ বাবু তখন তাঁহার উপদেশে সম্মত হইয়া তাঁহাকে দশ সহস্র মুদ্রা প্রদান করিলেন।

এই রূপে কিছু দিন যাইতে না যাইতেই পূর্ণিয়ায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। লোক-সাধারণ অন্নকষ্টে হাহাকার করিতে লাগিল। হরনারায়ণ বাবুর কোমল হৃদয় তদ্দর্শনে আকুল হইয়া উঠিল। ইহাঁর এমন অন্য কোন সঞ্চিত অর্থ ছিল না, যে তিনি তাঁহার নিত্য অতিথিসেবা প্রভৃতি নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করিয়া আবার উপস্থিত দেশব্যাপী দারিদ্র-দুঃখ বিমোচনে সাহায্য করিতে পারেন। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া রিড্ সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, যে মহাশয়! আমি একখানি উত্তম লভ্য-জনক জমীদারি পাইয়াছি, আপনি এই সময়ে আমার গচ্ছিত দশ সহস্র মুদ্রা প্রত্যর্পণ করিলে, তাহা ক্রয় করি। রিড সাহেব পরম আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে টাকা গুলি প্রদান করিলেন। তিনি তাহা প্রাপ্ত হইয়া হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে প্রবাস-গৃহে প্রত্যাগমন করত রাশি-প্রমাণ তণ্ডুলাদি ক্রয় করিয়া দীন-দরিদ্র-অনাথদিগকে নিত্য নিয়মে বিতরণ করিতে লাগিলেন। রিড সাহেব একদিন জমীদারি ক্রয়ের অনুসন্ধানার্থ দেওয়ানজীর বাসায় উপস্থিত হইয়া দেখেন, যে তাঁহার

দান ক্রিয়ার আর ইয়ত্তা নাই। মহা আনন্দে তিনি শত শত দীন দুঃখীকে ভোজন পান বিতরণে বিব্রত রহিয়াছেন। পরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন "দেওয়ানজী মহাশয়! কোথায় কিরূপ জমীদারি ক্রয় করিয়াছেন, আমি তাহার অনুসন্ধান লইতে আসিয়াছি। হরনারায়ণ বাবু বিনম্র-ভাবে সেই অনাথ দুঃখী-দিগের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "এই আমার বহু অর্থপ্রদ জমীদারি।" আমি আপনার নিকট হইতে টাকা আনিয়া এই দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত ব্যক্তিদিগকে খাওয়াইতেছি"। এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান দান-ধর্ম্ম ব্যাপার দর্শন এবং দেওয়ানজীর উল্লিখিত প্রেম-পূর্ণ বাক্য শ্রবণে তাঁহার অনর্গল প্রেমাশ্রু নিপতিত হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ তিনি তথায় স্তব্ধ ভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া পরে হরনারায়ণ বাবুকে অগণ্য সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

হরনারায়ণ বাবুর সেই পূর্ণিয়ায় অবস্থান কালেই ১২২০ সালের ৮ চৈত্র রবিবার, কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী তিথিতে, কুম্ভ রাশি, সিংহলগ্নে শ্যামাচরণ বাবু ভূমিষ্ঠ হইলেন।

যখন তাঁহার প্রায় পঞ্চমবর্ষ বয়ঃক্রম, তখন তাঁহার পিতা তাঁহার-দিগকে পূর্ণিয়ায় রাখিয়া কর্ম্মসূত্রে কিছু দিনের জন্য কলিকাতায় আগমন করিলেন। কলিকাতায় কিছু দিন থাকিতে না থাকিতেই তাঁহার উরুস্তম্ভ রোগের সঞ্চার হয় এবং ক্রমে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া সাংঘাতিক হইয়া উঠে। তখন তিনি আরোগ্য লাভের আশা পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় জন্মভূমি অভিমুখে গমন করত শান্তিপুরে উপনীত হইলেন। তথায় জাহ্নবীতীরে জ্ঞান পূর্ব্বক মানব-লীলা সম্বরণ করেন।

তাঁহার আসন্ন কাল উপস্থিত দেখিয়া তৎকালে জনৈক আত্মীয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, যে আপনার সন্তানাদি প্রতিপালনের জন্য

কি রাখিয়া গেলেন, তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, "ধর্ম্ম আছেন—ঈশ্বর আছেন। তদ্‌ভিন্ন আমার আর কোন সম্পত্তি নাই"। তখন সকলে তাঁহাকে নিস্ব জানিয়া বিস্মিত হইলেন। এইরূপে তিনি যাবজ্জীবন বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়া অতিথিসেবা প্রভৃতি নিষ্কাম-ধর্ম্ম সাধনে সমুদায় ব্যয় করত নিত্য-ধামে গমন করিলেন।

এদিকে তাঁহার মৃত্যু হইল, ও দিকে তাঁহার স্ত্রীপুত্র পরিবার পূর্ণিয়ায় বহুদিন তাঁহার কোন সংবাদ না পাওয়াতে উৎকণ্ঠিত ও উদ্‌বিগ্ন হইয়া নৌকাযোগে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। দুর্ভাগ্য ক্রমে তাঁহারা তাঁহার মৃত্যুর ছয় দিন পরে উপস্থিত হওয়াতে তাঁহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইল না।

পরে যথা-পদ্ধতি হরনারায়ণ বাবুর শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে পূর্ণিয়া হইতে তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তি সংগৃহীত হইল। তাঁহার ত্যজ্য সম্পত্তির মধ্যে কেবল একটী হস্তী, দুইটী ঘোটক, একখানি বগী গাড়ী, ৩৫ বিঘা নিষ্কর ভূমি, এবং তাঁহার পত্নীর কতকগুলি অলঙ্কার মাত্র ছিল। তদ্‌ভিন্ন মামজাউন গ্রামে তাঁহার পিতৃ-পিতামহ পরিত্যক্ত যৎসামান্য ভূমি-সম্পত্তি মাত্র অবশিষ্ট রহিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বাল্য-জীবন।

শ্যামাচরণ বাবু ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি সুখ-স্বচ্ছন্দতার ক্রোড়ে লালিত পালিত হওত—পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে সহায় সম্পত্তি-হীন—যার পর নাই পিতৃ-হীন হইলেন। যাঁহার পিতার ব্যয়ে কত লোক অন্ন-বস্ত্র লাভ করিয়াছে, কত ব্যক্তি বিদ্যা

শিক্ষায় সমর্থ হইয়াছে, কত মনুষ্য বিষয়-কার্য্য লাভ করিয়া স্বচ্ছন্দে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে; শ্যামাচরণ বাবু সেই মহাপুরুষের একমাত্র সন্তান হইয়া এককালে নিরুপায় ও নিরাশ্রয় হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার আর এমন কেহই ছিল না, যে তাঁহাব বিদ্যা-শিক্ষাদি বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হন।

শ্যামাচরণ বাবুর ভূমিষ্ঠ হইবার কিছু দিন পরে যখন তাঁহার জন্ম-কোষ্ঠী প্রস্তুত হয়, তখন উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় জনৈক জ্যোতিষ-শাস্ত্রবিৎ (গণক) পণ্ডিত তাঁহার জন্ম লগ্ন গণনা করিয়া বলেন যে, এই বালক, কয়েকটী বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া একজন বিদ্যা-বুদ্ধি-সম্পন্ন প্রধান লোক হইবেন কিন্তু তাঁহার পিতা তদ্দর্শনে সমর্থ হইবেন না। সেই গণক-বাক্যই তৎকালে তাঁহার অসহায়া জননীর একমাত্র আশা-যষ্টি হইল। তিনি তাহাই জল্পনা করত পুত্র-মুখ চাহিয়াই শোক-বেগ সম্বরণ করিতে লাগিলেন।

শ্যামাচরণ বাবু বাল্য-জীবনে যে কয়েকটী সাংঘাতিক বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হন, তদ্দর্শনে তাঁহার জননীর গণক-বাক্যে আরো অধিকতর প্রত্যয় জন্মে। তাঁহার আশা-লতা ফল-মুখী হয়। শ্যামাচরণ বাবুর যখন আট মাস বয়স, তখন তাঁহার অন্নপ্রাশন দিবার জন্য পূর্ণিয়া হইতে মামজাউন গ্রামে নৌকাযোগে তাঁহার জননী, আত্মীয় লোক সমভিব্যাহারে তাঁহাকে লইয়া কুশী নদী দিয়া আসিতেছিলেন। ইতি মধ্যে এক দিবস মধ্যাহ্নে ভোজনান্তে তাঁহার জননী স্বীয় সন্তানকে লইয়া তরণী মধ্যে শয়ন করিয়া আছেন, আত্মীয় কুটম্ব সকল বিশ্রাম করিতেছেন, কর্ণধার কর্ণ ধারণ করিয়া নৌকা সঞ্চালন করিতেছে, তাহার অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণ নদীতীর দিয়া গুণরজ্জু আকর্ষণ করিয়া বিপরীত স্রোতে নৌকা টানিয়া লইয়া যাইতেছে; ইত্যবসরে আরোহীগণ এবং শ্যামাচরণ বাবুর জননী নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়েন। শ্যামাচরণ বাবু একখানি তাল-বৃন্ত

লইয়া মাতৃক্রোড়ে ক্রীড়া করিতে করিতে তরণী-গবাক্ষ দিয়া নদী-জলে পড়িয়া যান, তাঁহার মাতা প্রভৃতি অন্য কেহই তাহা জানিতে পারেন নাই।

নৌকা হইতে কোন দ্রব্য জলে নিপতিত হইল; কর্ণধার সেই শব্দ-মাত্র শ্রবণ করিয়া আরোহীদিগকে ডাকিয়া বলাতে শ্যামাচরণ বাবুর জননীর নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল। নেত্র উন্মীলিত করিয়া দেখেন যে তাঁহার স্নেহের পুত্তলিকা পুত্রটীই পড়িয়া গিয়াছে! তখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। অপরাপর সকলে শশব্যস্ত হইয়া বালক অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। বালকটী যখন নৌকা হইতে পাখাহস্তে জলে নিপতিত হয়, তখন নদী-তীরবর্ত্তী ক্ষেত্রে একটি কৃষক ভূমি-কর্ষণ কবিতে করিতে দেখিতে পাইয়াছিল যে, নৌকা হইতে কি একটা দ্রব্য জলে পতিত হইয়া ভাসিয়া যাইতেছে। সে আরোহীদিগকে রোরুদ্যমান এবং অতিমাত্র ব্যাকুল দেখিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক দেখাইয়া দিল, তদ্দর্শনে মস্তরাম ভাণ্ডারী নামক একটী বিশ্বস্ত ভৃত্য নৌকা হইতে নদীজলে ঝম্প প্রদান পূর্ব্বক তালবৃন্তাবলম্বী ভাসমান শিশুকে জল হইতে উদ্ধৃত করিল। শ্যামাচরণ বাবু যে বিদ্যা-বুদ্ধি-প্রভাবে নানা শাস্ত্রজ্ঞ বিবিধভাষাবিৎ সুপণ্ডিত হইয়া সকলের শ্রদ্ধেয় ও পূজনীয় হইয়াছিলেন, তাঁহার সেই শৈশবাবস্থায় বিকাশ-উন্মুখ বুদ্ধিই যেন তাঁহাকে তালবৃন্ত ধারণ করিয়া থাকিতে উপদেশ দিয়া ছিল। বস্তুতই সেই পাকাখানি ধরিয়া না থাকিলে শীঘ্রই জলমগ্ন হইয়া যাইতেন। করুণা-নিধান পরমেশ্বর, কি সামান্য সূত্রেই তাঁহাকে এই বিষম সঙ্কট হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন!

আবার যখন শ্যামাচরণ বাবুর ২॥০ বৎসর মাত্র বয়ঃক্রম, তখনও পূর্ণিয়াতে তাদৃশ একটী সাংঘাতিক বিপদ উপস্থিত হয়। এক দিন তিনি প্রবাস-প্রাঙ্গনে বাল্য-সুলভ ক্রীড়া করিতে করিতে

পরিবারস্থ সকলের অজ্ঞাতসারে মধ্যাহ্ন কালে অকস্মাৎ কূপ-মধ্যে নিপতিত হয়েন। কিয়ৎকাল পরে তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া আত্মীয়-স্বজন ও দাস-দাসী ব্যাকুল অন্তরে শিশু-অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল, পুষ্করিণী জঙ্গল প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তত্ত্ব করা হইল, পুলিষ প্রভৃতি স্থানে সংবাদ দেওয়া গেল, শ্যামাচরণ বাবুর পিতাও কার্য্যালয় হইতে প্রত্যাগত হইয়া নানা চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু কুত্রাপি বালকটীকে প্রাপ্ত হওয়া গেল না। সুতরাং সকলেই রোদন ও হা হুতাশ করিতে লাগিলেন। ক্রমে দিবা অবসান হইল। অপরাহ্ন ৪ টার সময় হরনারায়ণ সরকার মহাশয়ের আশ্রিত ও অনুগত চন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক ব্রাহ্মণ, পদ-প্রক্ষালনাদি জন্য রজ্জু-সংলগ্ন জল-পাত্র নিক্ষেপ করত কূপ হইতে জলোত্তোলনে প্রবৃত্ত হওয়াতে, কূপ-পতিত শিশুটী সেই জল-পাত্র বা রজ্জুটী ধরিল। তাহাতে সেই ব্রাহ্মণ সন্দিগ্ধ-চিত্ত হইয়া শশব্যস্তে কূপ মধ্যে অবতরণ করিয়া দেখিলেন যে, বালকটী এক হস্তে কূপের পাট ধরিয়া কূপ-জলে মগ্ন-দেহ হইয়া রহিয়াছে। তখন যত্ন সহকারে তথা হইতে উত্তোলন করিয়া দেখিলেন যে, তাহার প্রাণ-বিয়োগ হয় নাই। তখন তাহার শরীর ঘূর্ণিত করাতে বমন দ্বারা পীত-সলিল নির্গত হইতে লাগিল, তৎপরে অগ্নি জ্বালিয়া সেক দেওয়াতে ক্রমে সর্ব্বশরীর উষ্ণ হইয়া উঠিল। এইরূপ নানা সুশ্রূষা দ্বারা ক্রমে চৈতন্য-লাভ ও জ্ঞান-সঞ্চার হওয়াতে সকলের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। এই দুই বার দুইটী গুরু-বিপদ হইতে বালকটী মুক্ত হওয়াতে গণক-বাক্যে তাঁহার জননীর দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছিল সুতরাং তাঁহার বৈধব্য-দশায় সেই বিষাদ-অন্ধকারের মধ্যে তাঁহার হৃদয়-আকাশে এই আশা-রশ্মির সঞ্চার হইতে লাগিল যে, বালকটীর গণক-কথিত যাহা বিঘ্ন বিপত্তি ঘটিবার তাহা ঘটিয়া গিয়াছে, এখন অবশ্যই ইহার দ্বারা পরিণামে মঙ্গল হইতে

পারে। এই চিন্তাই তখন তাঁহার শোক-বেগ সম্বরণের মহৌষধ হইয়া উঠিল।

শ্যামাচরণ বাবুর পিতৃ-শ্রাদ্ধাদি সমাপন হইয়া গেলে, দিন কয়েক পরে, তাঁহার জননী সেই অপোগণ্ড শিশুকে সঙ্গে লইয়া স্বামীর পরিত্যক্ত বিষয়াদি হস্তগত করিবার জন্য পূর্ণিয়ায় পুনরায় গমন করিলেন। তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলে শ্যামাচরণ বাবুর জনৈক পিতৃ-বন্ধু, তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া রিড্ সাহেবের নিকট লইয়া যান। রিড্ সাহেব তাঁহার পিতার মৃত্যু-সংবাদে অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়া রাণী ইন্দ্রাবতীর উত্তরাধিকারী রাজা বিজয়গোবিন্দ সিংহকে বালকটীর ভরণ-পোষণার্থ কিছু মাসিক বৃত্তি প্রদান জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন, তাহাতে মহারাজও ইচ্ছা পূর্ব্বক মাসিক দশ টাকা বৃত্তি-দানে স্বীকৃত হন। রিড সাহেব তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া শ্যামাচরণ বাবুকে বলিলেন যে, তুমি হতাশ হইও না, মনোযোগ পূর্ব্বক লেখা পড়া করিবে, তুমি কৃত-বিদ্য হইলে আমি তোমাকে চাকরী করিয়া দিব। পরে তাঁহারা পূর্ণিয়া হইতে বিদায় লইয়া বাটীতে উপস্থিত হইলেন।

তাঁহার পিতৃব্যদিগের মধ্যে দুই জনের এরূপ দৃঢ়-বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার জননীর হস্তে কতক গুলি সঞ্চিত অর্থ আছে। তাঁহারা শ্যামাচরণ বাবুর জননীর নিকট হইতে তাঁহার ও তাঁহার পুত্রাদির ভরণ-পোষণ জন্য সাহায্য-লাভের প্রত্যাশা করিতে লাগিলেন। সুতরাং তিনি অর্থ-অসংগতি প্রযুক্ত তাঁহাবদের অভিলাষ পরিপূরণে অসমর্থা হওয়াতে ক্রমে আত্মীয় জনের বিরাগভাজন হইয়া উঠিলেন। দুষ্ট লোকেরা সন্দিগ্ধ-চিত্ত হইয়া তাঁহার ঘরে দুই-বার চুরি করিয়াছিল।

তৃতীয় অধ্যায়।

বিদ্যা-শিক্ষা ও বিষয়-কার্য্য।

যাহা হউক এদিকে কষ্টে-সৃষ্টে এক প্রকার দিনপাত হইতে লাগিল, কিন্তু শ্যামাচরণ বাবুর পড়া শুনার অন্য কিছু সুবিধা না হওয়াতে গ্রাম্য গুরু-মহাশয়ের পাঠ-শালাতেই যাহা কিছু শিক্ষা হইতে লাগিল। এই রূপে কিছুকাল অতিবাহিত হয়। তৎপরে যখন তাঁহার প্রায় চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রম, তখন তিনি কৃষ্ণনগরে তাঁহার জ্ঞাতি পিতামহ সম্বন্ধীয় এক ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তথায় তিনি শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ উপলক্ষে গমন করেন। শ্রাদ্ধ-কার্য্য সম্পন্ন হইলে, তাঁহার জ্ঞাতি খুল্লতাত শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র সরকার মহাশয়ের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাঁহাকে শিষ্ট-শান্ত ও মেধাবী দেখিয়া তাঁহার বাটীতে রাখিয়া লেখা পড়া শিখাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শ্যামাচরণ বাবু তাহাতে আপনাকে পরম উপকৃত জ্ঞান করিয়া তাঁহার বাটীতেই থাকিলেন। তাঁহার খুল্লতাত মহাশয় তাঁহাকে তৎকাল-প্রচলিত পারসী ভাষা শিক্ষার জন্য পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ লাহিড়ী নামক একটি সম্ভ্রান্ত লোকের নিকট শিক্ষার্থ নিয়োগ করিলেন। শ্রীনাথ বাবু অনেক বালককে বিদ্যা-দান করিতেন, তাঁহাকেও অবৈতনিক ছাত্র মধ্যে নিযুক্ত করিয়া প্রথম পাঠ্য "পন্দ নামা" নামক ক্ষুদ্র পুস্তক দিয়া পারসী পড়াইতে লাগিলেন। এ দিকে শ্যামাচরণ বাবুর পুস্তক ক্রয় করিবার শক্তি নাই, ওদিকে তিনি প্রখর-বুদ্ধি-প্রভাবে প্রথম পাঠ্য পুস্তক খানি অত্যল্প কাল মধ্যেই পড়িয়া ফেলিলেন।

কৃষ্ণনগরে তাঁহার পিতৃ-পিতামহের পরিত্যক্ত সম্পত্তি মধ্যে বার্ষিক এক টাকা বার আনা রাজস্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়, এমন একটু ভূমি

সম্পত্তি ছিল। সেই খাজনার অর্দ্ধাংশ দিয়া একটি আত্মীয় সন্নিধানে গোলেস্তাঁ নামক একখানি পারসী পুস্তক ক্রয় করিলেন। তৎপরে তাঁহাকে যে সকল পারসী পুস্তক পড়িতে হইয়াছিল, তাহা তিনি স্বহস্তে লিখিয়া লইয়া পাঠ করিতেন। এইরূপে শ্রীনাথ বাবুর নিকটে তৎকালের উচ্চ শিক্ষণীয় "আল্লামি" নামক গ্রন্থ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন হয়। এই সময়েই তাঁহার কবিতা রচনার শক্তি প্রদীপ্ত হইয়াছিল, অবকাশ কালে নীতি ও ধর্ম্ম-ভাবপূর্ণ কবিতা সকল প্রস্তুত করিয়া অনেককেই বিস্মিত ও চমৎকৃত করিয়া তুলিতেন। প্রায় ছয় বৎসর কাল মনোযোগ পূর্ব্বক পারস্য ভাষা শিক্ষা করাতে উক্ত ভাষায় তাঁহার বিষয়-কার্য্যাদি সাধন-উপযোগী জ্ঞান লাভ হইয়াছিল। তৎপরে তিনি কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার পিতৃ-বন্ধু পূর্ণিয়ার রিড্ সাহেবের সহিত খিদিরপুর ওয়াটগঞ্জে যাইয়া সাক্ষাৎ করিলেন। রিড্ সাহেব তাঁহার শিক্ষিত বিষয়ে কথঞ্চিৎ পরীক্ষা গ্রহণ করত সন্তুষ্ট হইয়া মাসিক দশ টাকা বেতনে তাঁহার মুন্সির পদে তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন। তাহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মহারাজ বিজয়গোবিন্দের বৃত্তি স্থগিত হইয়াছিল।

চার্লস্ রিড্ সাহেব খিদিরপুর ওয়াটগঞ্জে থাকিয়া লাভের প্রত্যাশায় পূর্ণিয়া জেলাস্থ লোকের কলিকাতা সদর দেওয়ানী আদালতের বিচার্য্য, প্রধান প্রধান মোকর্দ্দমা সকল খরিদ করিয়া চালাইতেন এবং তত্রত্য রাজ পরিবারের মোকর্দ্দমা বিষয়েও সাহায্য করিতেন। পূর্ণিয়ানিবাসী মণিলাল খোঁট্টা নামক তাঁহার এক জন খাজানৃজী ছিল। তাঁহার স্বভাব-গত কোন দোষ দৃষ্টে কার্য্যের প্রতি সন্দিহান হইয়া সাহেব তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করেন। মণিলাল তাঁহার প্রাপ্য বেতনাদি লইয়া রিড্ সাহেবের নামে রাজ-দ্বারে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। রিড্ সাহেব স্বপক্ষ সমর্থন জন্য শ্যামাচরণ বাবুকে সাক্ষী মানিলে কি জানি সাহেবের অনুরোধে পাছে মিথ্যা

সাক্ষ্য দিতে হয়, এই ভয়ে তাঁহার তৎকালীন ১০ টাকা বেতনের দুর্লভ চাকরীটী ধর্ম্মের অনুরোধে অম্লান বদনে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত বন্ধু এবং হিন্দু কলেজের সুবিখ্যাত ছাত্র শ্রীযুক্ত বাবু রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের পটলডাঙ্গার বাসায় উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে পূর্ব্ব বৃত্তান্ত অবগত করিলেন। ন্যায়পরায়ণ রামতনু বাবু তৎশ্রবণে আহ্লাদের সহিত নিজ প্রবাস-গৃহে রাখিয়া সহোদর-নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বেই পূর্ণিয়ার রাজ-পরিবারের মাসিক বৃত্তিটী স্থগিত হইয়াছিল, এ দিকে রিড্ সাহেবের নিকট যে প্রায় এক বৎসর কাল দশ টাকা বেতনে মুন্সীর কার্য্য করিতেছিলেন, উল্লিখিত ঘটনা উপলক্ষে তাহা হইতেও তাঁহাকে বঞ্চিত হইতে হইল। সুতরাং তিনি জননী ও সহোদরা প্রভৃতি প্রতিপালনে এককালে নিরুপায় হইয়া পড়িলেন।

যখন তিনি রামতনু বাবুর নিকটে অবস্থান করেন, সেই সময়েই ভারত-প্রসিদ্ধ রামগোপাল ঘোষ মহাশয়ের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হয়। রামগোপাল বাবু যত্ন চেষ্টা করিয়া জোজেফ কোম্পানির আপিষের অধ্যক্ষ জোজেফ সাহেবকে হিন্দি পড়াইবার জন্য শ্যামাচরণ বাবুকে মাসিক ২০ টাকা বেতনে নিযুক্ত করিয়া দেন। তৎপরে ক্যালসেল সাহেবকে হিন্দি পড়াইবার জন্যও নিযুক্ত হন। সাহেবদিগকে হিন্দি পড়াইবার সময়েই তাঁহার বিশেষ হৃদয়ঙ্গম হইল যে, কিছু ইংরাজি না জানিলে বিষয়-কার্য্য লাভ করা দুষ্কর, তজ্জন্য যখন তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ২২ বৎসর, তখন তিনি রামতনু বাবুর নিকটে ইংরাজি ভাষার বর্ণমালা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎপরে পটলডাঙ্গাস্থিত শ্রীযুক্ত বাবু উমাচরণ মিত্র মহাশয়ের সহিত তাঁহার বিশেষ সদ্ভাব সঞ্চার হওয়াতে শ্যামাচরণ বাবু তাঁহার নিকটে ইংরাজি ভাষায় গ্রীষ দেশের ইতিহাস ও ব্যাকরণ প্রভৃতি অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে তাঁহার

ইংরাজি ভাষায় অল্প অল্প কথোপকথন করিবার সামর্থ্য জন্মিল। তখন প্রতিদিন সায়ংকালে গড়ের মাঠে যে সকল ইংরাজ বায়ু-সেবনার্থ ভ্রমণ করিতে আসিতেন, তিনি তাঁহারদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া জিজ্ঞাসা করিতেন যে "আপনারদের মধ্যে কাহারও কি পণ্ডিত বা মুন্‌সীর প্রয়োজন আছে?" এইরূপে চাকরী সংগ্রহ করিয়া লইতেন। তৎপরে এক দিন ঈদৃশ উপায়ে ডাক্তার ম্যাক্‌-ডলেও সাহেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাঁহাকে ইংরাজি ভাষাজ্ঞ মুন্‌সী দেখিয়া আহ্লাদ পূর্ব্বক হিন্দি-শিক্ষা জন্য নিযুক্ত করিলেন। ম্যাকৃডলেও সাহেব অত্যল্প কাল মধ্যেই শ্যামাচরণ বাবুর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়াছিলেন। ইতিমধ্যে সার চার্লস্ ট্রিবিলিয়ান সাহেব কৌন্সিলের মেম্বর হইয়া ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ডি রোজারিও সাহেবকে ইংরাজি, হিন্দি ও বাঙ্গালা অর্থ-যুক্ত "রোমান অক্ষরে একখানি অভিধান প্রস্তুত করিতে ভার-অর্পণ করেন। তৎকার্য্য-সাধনে সাহায্য করিবার জন্য শ্যামাচরণ বাবুকে অনুরোধ পত্র সহ পাঠাইয়া দেন। শ্যাম চরণ বাবুর সম্পূর্ণ সাহায্যে যখন প্রাগুক্ত অভিধান খানি প্রস্তুত হইয়া মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হয়, তখন ট্রিবিলিয়ান্ন সাহেব তাহার এক একটী প্রুফ দেখিতেন। শ্যামাচরণ বাবু যখন প্রুফ লইয়া সাহেবের নিকট যাইতেন, তখন তাঁহার মুন্‌সী দিল্লিনিবাসী ইয়াকুব খাঁ তাঁহার মুখে সময়ে সময়ে কতিপয় অপরিশুদ্ধ উর্দ্দু-বাক্য শুনিয়া উপহাস করিতেন। শ্যামাচরণ বাবু তাহাতে লজ্জিত হইয়া বিশুদ্ধ উর্দ্দু শিক্ষার জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইলেন। তখন কলিকাতা মাদ্রাসা কালেজে দিল্লিনিবাসী হাফেজ গোলাম নবীস নামক জনৈক প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ছিলেন। শ্যামাচরণ বাবু তাঁহার নিকটে উর্দ্দু শিক্ষা জন্য উপস্থিত হইলেন। তিনি শিক্ষার্থীর আগ্রহাতিশয় দেখিয়া যত্নের সহিত শিক্ষা দিতে লাগিলেন। শ্যামাচরণ বাবু তাহাতেও পরিতৃপ্ত না হইয়া অত্যল্প কাল

মধ্যে উল্লিখিত ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইবার জন্য সেক্সপিয়ারের উর্দ্দ অভিধানের শব্দ ও লিঙ্গ-ভেদ এবং ডাক্তার গিলক্রাইষ্ট সাহেবকৃত উর্দ্দু-ব্যাকরণ অভ্যাস করিতে লাগিলেন এবং অল্পকাল মধ্যেই প্রাগুক্ত গ্রন্থদ্বয় কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষায় বিশেষ অধিকার লাভ করিয়া ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই উল্লিখিত ইংরাজি হিন্দি ও বাঙ্গালা অর্থযুক্ত অভিধান খানি অনায়াসে সম্পন্ন করিয়া তুলিলেন। ট্রিবিলিয়ান সাহেব তৎকালে উর্দ্দু-ভাষায় রোমান অক্ষরে যে সকল পুস্তক মুদ্রিত করেন, শ্যামাচরণ বাবু দ্বারা তৎসমূহ শোধিত হইয়া প্রকাশিত হয়। তদ্দ্বারা তিনি ট্রিবিলিয়ান সাহেবের বিশেষ স্নেহভাজন হইয়া উঠেন। তাহার কিছু দিন পরেই ট্রিবিলিয়ান সাহেব বিলাত গমন সময়ে অস্‌টেল লিপেজ কোম্পানির উপর এই অনুজ্ঞা পত্র দিয়া যান যে, তাঁহারা তাঁহার হিসাবে শ্যামাচরণ বাবুকে মাসিক কুড়ি টাকা করিয়া বৃত্তি দিবেন। তদ্‌ভিন্ন তখন শ্যামাচরণ বাবু চর্চ্চমিশন সোসাইটীর পুস্তকাদির প্রুফ শোধন কার্য্যাদি করাতে তাঁহার আরো মাসিক দশ টাকা আয় ছিল। তিনি সেই ত্রিশ টাকা আয় হইতে মাসিক আট টাকা বেতন দিয়া সেণ্ট জেভিয়ার্স কালেজে লাটিন, গ্রীক, ফ্রেঞ্চ এবং ইংরাজি পড়িতে আরম্ভ করিলেন। এবং তত্রত্য জনৈক অধ্যাপকের নিকট ইটালিয়ান ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

ওদিকে ট্রিবিলিয়ান সাহেবের বৃত্তি দুই বৎসর পরেই স্থগিত হইয়া গেল, এদিকে ১৮৩৭ খৃঃ অব্দে ১ জুলাই তারিখে ২৫ টাকা বেতনে কলিকাতার মাদ্রাসা কালেজে শ্যামাচরণ বাবু পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হইলেন। তিনি সবিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে বালকদিগকে শিক্ষাদান করাতে বালকেরা উত্তমরূপে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছিল, তাহাতে বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া ৪০ চল্লিশ টাকা বেতন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

মাদ্রাসা কালেজের সেক্রেটরি মেজর ঔস্লী সাহেব শ্যামাচরণ বাবুর অধ্যয়ন-অনুরাগ দেখিয়া উক্ত কালেজে এইরূপ নিয়ম করিয়া দিলেন যে, প্রতিদিন প্রাতঃকালে ৬টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছাত্রগণ বাঙ্গালা পড়িবে। তাহাতে শ্যামাচরণ বাবুর জেভিয়ার্স কালেজে পড়িবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। তিনি দশটার পর উক্ত কালেজে পড়িতে যাইতেন। এইরূপে ছয় বৎসর কাল যখন তিনি মাদ্রাসায় পড়াইতেন এবং সেণ্ট জেভিয়ার্স কালেজে পড়িতেন, তখন রবিবার বা অন্য কোন পর্ব্ব-দিন-নিবন্ধন অবকাশ কাল ভিন্ন, দিবসে অন্নাহার করিবার অবকাশ পাইতেন না। কোন কোন দিন জলে বা দুগ্ধে ময়দা গুলিয়া খাইয়া যাইতেন, না হয় দিবসের মধ্যে কেবল এক পয়সার শুষ্ক ছোলা খাইতেন।

শ্যামাচরণ বাবু প্রতিদিন রাত্রিশেষে শয্যা ত্যাগ করিয়া স্নান করত কখন বা পূর্ব্ব দিবসের রক্ষিত রুটী ও ব্যঞ্জনাদিও ভোজন করিতেন। এইরূপে অতি প্রত্যূষে স্নান আহার সমাপনান্তে দুই একটি সাহেবকে পড়াইয়া ৬ ছয়টার সময় মাদ্রাসা কালেজে উপস্থিত হইতেন। ১০দশটা পর্য্যন্ত তথায় ছাত্রদিগকে শিক্ষাদান করত আপনি জেভিয়ার্স কালেজে অপরাহ্ন ৪ চারিটা পর্য্যন্ত ছাত্র রূপে অধ্যয়ন করিতেন। তৎপরে তথা হইতে দুই একজন ইংরাজকে পড়াইতেন। এই সমস্ত কার্য্য সমাধা করিয়া রাত্রি ৮।৯ টার সময় পটলডাঙ্গায় নিজ বাসায় আসিয়া আহারাদি করত কালেজের পাঠ অভ্যাসে নিযুক্ত হইতেন।

গ্রীক, লাটিন, ফরাসিস, ইংরাজি এবং ইটালীয় ভাষায় পাঠ্য পুস্তক সকল অভ্যাস করিতে করিতে কোন কোন দিন রাত্রি-অবসান হইয়া যাইত। ছয় বৎসর কাল এইরূপে কালেজের অবধারিত পাঠ্য পুস্তক সকল পাঠ করিয়া, সপ্তম বর্ষে উক্ত কালেজে ল্যাটিন ভাষায় লজিক ও মেটাফিজিক্স্ * অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। তৎকালে উক্ত

* ন্যায় ও মনস্তত্ত্ব।

কালেজে, শ্যামাচরণ বাবু, রবর্ট ক্যান্‌টোফর, এডুইন ক্যান্‌টোফর এই তিনটী ছাত্রই একশ্রেণীতে ছিলেন। উল্লিখিত ছাত্রত্রয়ের মধ্যে শ্যামাচরণ বাবু এবং রবর্ট ক্যান্‌টোফর * যোগ্যতা ও বিশ্বস্ততার সহিত রাজ-কার্য্য সমাধা করিয়া সসম্ভ্রমে রাজ-বৃত্তি ভোগ করিয়াছেন; শেষোক্ত ছাত্রটী হুগলি কালেজে প্রধান শিক্ষকরূপে নিযুক্ত আছেন।

মাদ্রাসায় শ্যামাচরণ বাবু যখন নিযুক্ত ছিলেন তখন তিনি তত্রত্য সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক মৌলবী গয়াসুদ্দীন এবং মৌলবী আবদার রহিমের নিকট আগ্রহ সহকারে আরবী ভাষা শিক্ষা করিতেন।

তদনন্তর মাদ্রাসা কালেজ হইতে তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কালেজে ১৮৪২ খৃঃ অব্দে অকটোবর মাসে মাসিক ৭০ টাকা বেতনে ইংরাজী শিক্ষকের-পদে নিযুক্ত হন। এই সময় তাঁহার সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার পথ প্রমুক্ত হইল। তথায় তিনি স্বকার্য্যসাধন করিয়া যে অবকাশ পাইতেন,সেই অবকাশ-কালে মহামান্য পণ্ডিত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ ও গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন এবং গঙ্গাধর তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট সাহিত্য ও ব্যাকরণ পাঠ করিতে লাগিলেন এবং পণ্ডিতাগ্রগণ্য জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের নিকট তত্ত্ববোধিনী সভার প্রকাশিত সাত খানি উপনিষদ, সমঞ্জসা বৃত্তি, এবং ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের শারীরক ভাষ্যের কিয়ৎ অংশ অধ্যয়ন করেন ও ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারকৃত দায়-ক্রমসংগ্রহের কতকটা পাঠ করেন। এইরূপে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় সংস্কৃত কালেজে তাঁহার প্রায় ছয় বৎসর কাল অতিবাহিত হয়। এই সময়ে তাঁহার বাল্য-জীবনের দুইটী

---

* এখন জীবিত আছেন কি না অবগত নহি, প্রস্তাব রচনা-কালে জীবিত ছিলেন।

গুরুতর বিপদের ন্যায় আর একটী রোমহর্ষণ নিদারুণ দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। এক দিন তিনি কতিপয় আত্মীয় স্বজন সমভিব্যাহারে কলিকাতা হইতে নৌকাযোগে তাঁহার পুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে মামজোয়ানি গ্রামে যাইতেছিলেন। টিটাগড়ের নিকট যাইবামাত্র অকস্মাৎ প্রবল বাত্যা উত্থিত হওয়াতে তাঁহারদের নৌকাখানি বিশালাক্ষী-দহে বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। সেই ভয়ঙ্কর আবর্ত্তে পতিত হওয়াতে তাঁহার সঙ্গীগণের মধ্যে তিন জন মৃত্যু-মুখে নিপতিত হইল। তিনি তাঁহার প্রত্যুৎপন্ন বুদ্ধি-প্রভাবে বিপর্য্যস্ত তরণীপৃষ্ঠে আরোহণ করত ভীষণ তরঙ্গমালা অতিক্রম পূর্ব্বক প্রবাহ-মুখে ভাসিতে ভাসিতে পলতায় যাইয়া উত্থিত হইয়াছিলেন। কয়েকটী তীরবর্ত্তী দয়ার্দ্রচিত্ত ইংরাজ, পুরস্কার-প্রলোভন প্রদর্শন করিয়া অপর নাবিকদিগকে উত্তেজিত করত জল-মগ্ন ব্যক্তিদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিলেন।

বহু শুশ্রূষা দ্বারা শ্যামাচরণ বাবুর শরীর প্রকৃতিস্থ হইলে কলিকাতায় প্রত্যাগমন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার নৌকা-যোগে তিনি মামজোয়ানিতে গমন করিয়াছিলেন। আর্য্য-কুল-দেবতা দীন হীন বঙ্গের মুখোজ্জ্বল করিবার জন্যই যেন তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর করাল গ্রাস হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন!

সংস্কৃত কালেজে অধ্যাপনাকালেই তিনি জনৈক রাজ-পুরুষ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া ফোর্ট উইলিয়ম কালেজের ব্যবহারার্থ "ইন্ট্রডক্সন টু দি বেঙ্গলি ল্যাঙ্গোয়েজ" নামক একখানি ইংরাজি বাঙ্গালা ব্যাকরণ লিখিয়া মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। তজ্জন্য তিনি গবর্ণমেণ্ট-গৃহীত তাঁহার পুস্তকের মূল্য স্বরূপ সহস্র মুদ্রা প্রাপ্ত হন।

তাহার কিছু দিন পরে কলিকাতা সদর দেওয়ানী আদালতের জনৈক পেশকার শরশুনা বেহালা নিবাসী বাবু দ্বারকানাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যু হয়। তাঁহার মাসিক একশত টাকা বেতন

ছিল। শ্যামাচরণ বাবু সেই পদের প্রার্থী হইয়া যথানির্দ্দিষ্ট পরীক্ষায় নির্ব্বিঘ্নে উত্তীর্ণ হইলেন। প্রথম হইতেই শ্যামাচরণ বাবু শিক্ষকতা কার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিতেছিলেন, আদালতের কার্য্য কখনও করেন নাই কিন্তু তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, প্রখর মেধা থাকাতে তিনি নিঃশঙ্ক-চিত্তে ১৮৪৮ খৃঃ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে উক্ত পেশকারি পদে নিযুক্ত হইলেন। তৎকালের সদর-দেওয়ানী আদালতের জনৈক সুপ্রসিদ্ধ উকিল গোলাম সব্‌দার নামক এক ব্যক্তির নিকটে অত্যল্প কাল মধ্যেই আদালতের কার্য্য-প্রণালী শিখিয়া লইলেন।

এই রূপে কিছু দিন টকর সাহেবের এজ্‌লাসে পেশকারি করিতে করিতে, টকর সাহেব পীড়িত হইয়া অবকাশ গ্রহণ করেন; তাঁহাব স্থানে ডনবর সাহেব আসিয়া নিযুক্ত হইলেন। সেই সময়ে কলবিন সাহেব সদর দেওয়ানির রেজেষ্টর ছিলেন। তিনি শ্যামাচরণ বাবুর বিদ্যা-বুদ্ধি কার্য্য-দক্ষতার এবং বিশেষতঃ চরিত্রের সবিশেষ পরিচয় ডনবর সাহেবকে বিশেষ রূপে প্রদান করেন। ডনবর সাহেব কার্য্যনির্ব্বাহ বিষয়ে শ্যামাচরণ বাবুর সর্ব্ববিষয়েই ততোধিক পরিচয় পাইয়া অতীব সন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন।

এই সময়েই একদিন ডনবর সাহেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে কি উপায় অবলম্বন করিলে অল্পকালমধ্যে অধিক মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি হইতে পারে? এখন যে রূপ পদ্ধতিতে আরজি, জবাব প্রভৃতি পড়া হয়, তাহাতে অনেক সময় বৃথা অতিবাহিত হইয়া থাকে। ইহাতে প্রতি মাসে ৩। ৪ টী, না হয় পাঁচটী মোকর্দ্দমাই নিষ্পত্তি করা যায়। তাহাতে শ্যামাচরণ বাবু বলিলেন, যে বিবেচনা করিয়া কল্য আপনাকে ইহার উত্তর দিব। এই বলিয়া তিনি যথাসময়ে কয়েকটী মোকর্দ্দমার নথী ঘরে লইয়া গেলেন। বাটীতে যথোচিত পরিশ্রম করিয়া সেই সমস্ত ইংরা-

জীতে অনুবাদ করিলেন এবং তাহার বিচার্য্য বিষয় কি, তাহাও সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়া পরদিন যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে আদালতে উপস্থিত হওত তাহা সাহেবকে দেখাইলেন। অনুবাদ সকলের যাথার্থ্য সপ্রমাণ জন্য সাহেবের হস্তে ইংরাজি অনুবাদ দিয়া আপনি নথীটী পড়িতে লাগিলেন। ডনবর সাহেব তৎশ্রবণে এবং অনুবাদ পাঠে সবিশেষ আহ্লাদিত ও সন্তুষ্ট হইলেন। এইরূপে অল্প-কাল মধ্যে ইংরাজিতে মোকর্দ্দমার ভাব ও অবস্থা অবগত হইয়া উভয় পক্ষীয় উকীলদিগকে আহ্বান করত তাহা অবগত করিয়া অনধিক কাল-মধ্যে তাঁহারদের বক্তৃতা শ্রবণ পূর্ব্বক ডনবর সাহেব প্রতিমাসে অধিক মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি করিতে লাগিলেন।

তৎকালে সদর দেওয়ানিতে যে সকল জজ ছিলেন, তন্মধ্যে জে, আর, কলবিন সাহেবই সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যদক্ষ ছিলেন। তাঁহার এজলাসেই প্রতিমাসে অধিক মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি হইত। তিনি ডনবর সাহেবকে কোন কোন মাসে তদপেক্ষা বহুসংখ্যক মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি করিতে দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। একদিন তাহার কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য ডনবর সাহেবের চেম্বারে উপস্থিত হইলেন। শ্যামাচরণ বাবুও তখন তথায় বর্ত্তমান ছিলেন। ডনবর সাহেব মোকর্দ্দমা শীঘ্র নিষ্পত্তির নিদর্শনস্বরূপ শ্যামাচরণ বাবুর কৃত নথীর তরজমা সকল কলবিন সাহেবের হস্তে অর্পণ করিলেন এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই শ্যামাচরণ বাবুর যোগ্যতা ও কার্য্যদক্ষতারও সবিশেষ পরিচয় প্রদান করিলেন। তদবধি সার রবার্ট বার্‌লো এবং কলবিন সাহেবও কোন কোন মোকর্দ্দমা শ্যামাচরণ বাবুর দ্বারা অনুবাদ করাইয়া লইতেন। ইহাতে কলবিন সাহেব বিশেষ কার্য্য-সুবিধা দেখিয়া তৎকালীন গবর্ণর জেনরল বাহাদুর লর্ড ডেলহউসী সাহেবের নিকট যাইয়া এই সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত করিলেন এবং শ্যামাচরণ বাবুর বিদ্যা-বুদ্ধির পরিচয় দিয়া বলিলেন, যে প্রস্তাবিত

নিয়মে কার্য্য হইলে বিচারক-সংখ্যা অনায়াসেই কমাইতে পারা যাইবেক। কার্য্য-কুশল গবর্ণর জেনরল বাহাদুর, কলবিন সাহেবের প্রস্তাবে আগ্রহের সহিত অনুমোদন করত তাঁহাকে এই আদেশ দিলেন, যে শ্যামাচরণ বাবুকে মাসিক ৪০০ চারি শত টাকা বেতনে প্রধান অনুবাদক-পদে নিযুক্ত করিবেন।

শ্যামাচরণ বাবু এইরূপে স্বীয় বিদ্যা-বুদ্ধি-প্রভাবে সদর দেওয়ানী আদালতে এই অভিনব পদের সমুদ্ভাবক হইয়া আপনিই ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে প্রধান অনুবাদকের-পদে নিযুক্ত হইলেন। অনতিকাল-বিলম্বেই শ্রীযুক্ত বাবু নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বাঙ্গালা হইতে ইংরাজীতে এবং শ্রীযুক্ত বাবু রামগোপাল ঘোষকে পারসী হইতে ইংরাজীতে অনুবাদ করিবার জন্য সহকারী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রথম ব্যক্তির বেতন ১০০ এক শত, দ্বিতীয় ব্যক্তির ১৫০ শত মুদ্রা অবধারিত হইল। এই অবধি প্রত্যেক জেলা জজের আপিষে সেরেস্তাদার এবং পেশকারের মধ্যে এক জনের পদ রহিত করিয়া, তৎপদে এক একজন অনুবাদক নিযুক্ত করিবার আদেশ হইল।

ঈশ্বর-প্রসাদে স্বীয় বিদ্যা বুদ্ধি বলে শ্যামাচরণ বাবু সংসার-সঙ্কট হইতে ক্রমে ক্রমে উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক ৪০০ চারি শত টাকা বেতন পাইতে লাগিলেন। তাহাতে তাঁহার হৃদয় সর্ব্ব-মঙ্গল-দাতা পরমেশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা-ভারে অবনত হইয়া পড়িল। তদবধি তিনি ঈশ্বরের প্রিয়-কার্য্য সাধন-উদ্দেশে প্রতি রবিবারে উপস্থিত ভিক্ষুকদিগকে এক এক কুনিকা করিয়া তণ্ডুল দান করিতেন এবং গ্রামস্থ অসহায় বালকদিগকে ও ভিন্ন পল্লীস্থ নিরাশ্রয় স্বজন-সন্তান সকলকে অন্ন-বস্ত্র ও বিদ্যালয়ের বেতনাদি দিয়া লেখা পড়া শিখাইতেন।

এইরূপে ভিক্ষুকসংখ্যা বর্দ্ধিত হওয়াতে তাঁহাকে প্রতি রবি-

বার ১০ দশ টাকা মূল্যের তণ্ডুল বিতরণ করিতে হইত। বিদ্যার্থী সংখ্যাও বিংশতি জন হইয়া উঠিল। শ্যামাচরণ বাবু প্রীতি-প্রফুল্ল-হৃদয়ে অবিরক্ত চিত্তে অন্ন-বস্ত্র ও বিদ্যা-দান দ্বারা ঈশ্বরের প্রিয়-কার্য্য সাধন করিতে লাগিলেন।

তাহার কিয়ৎকাল পরে (১৮৫৭ খৃঃ অব্দ) সুপ্রিমকোর্টের প্রধান ইন্‌টার প্রিটার এভিয়ট সাহেব পেন্‌শন গ্রহণ করাতে সেই পদ শূন্য হইল। তখন স্যার জেম্‌স কলবিল সাহেব সুপ্রিমকোর্টের প্রধানতম বিচারপতি ছিলেন। শ্যামাচরণ বাবু এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয় দ্বারা এই অনুসন্ধান লইলেন, যে বাঙ্গালিকে তৎপদে নিযুক্ত করিবার গবর্ণমেণ্টের কোন আপত্তি নাই। অনেকেই সেই পদ-লাভের জন্য প্রার্থী হইয়াছিলেন। কিন্তু কলবিল সাহেব, প্রসন্নকুমার বাবুকে বলিলেন, যিনি পরীক্ষায় উত্তম রূপে উত্তীর্ণ হইবেন তাঁহাকেই উক্ত পদে নিযুক্ত করা যাইবে। প্রসন্নকুমার বাবু এই উপলক্ষে শ্যামাচরণ বাবুর যোগ্যতা সম্বন্ধে প্রধানতম বিচারপতি মহাশয়কে অনেক বলিয়াছি-লেন। শ্যামাচরণ বাবুও উক্ত পদ প্রাপ্তির জন্য আবেদন করেন। সর্ব্বশুদ্ধ দ্বাদশ জন কর্ম্ম-প্রার্থী উপস্থিত হন। তন্মধ্যে অনেক গুলিই ইংরাজ ছিলেন। পরীক্ষা-প্রদানকালে শ্যামাচরণ বাবুই পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলেন। তখন কলবিল সাহেব এই কথা বলিলেন, যে চরিত্রসম্বন্ধে সন্তোষজনক প্রতিষ্ঠা পত্র প্রদান না করিলে উকিল কাউন্সলী প্রভৃতি আপত্তি উপস্থিত করিতে পারেন। অতএব সদর দেওয়ানীর বিচারপতিগণ এবং কলিকাতার মধ্যে রাজা রাধা-কান্ত দেব, বাবু রমাপ্রসাদ রায়, এবং বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও বাবু রামগোপাল ঘোষ মহাশয়গণ যদি শ্যামাচরণ বাবুর চরিত্র সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠা-পত্র প্রদান করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে তৎপদে নিযুক্ত করিতে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকিবে না। তাহাতে সদর

দেওয়ানীর সমুদায় বিচারপতি একবাক্যে তাঁহার চরিত্র ও যোগ্যতা বিষয়ে প্রতিষ্ঠা-পত্র* প্রদান করিলেন। রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর তদ্‌বিষয়ে কলবিল সাহেবকে পত্র লিখিলেন, এবং প্রসন্নকুমার বাবু, রমাপ্রসাদ বাবু ও রামগোপাল বাবু স্বয়ং উপস্থিত হইয়া প্রধানতম বিচারপতি মহাশয়ের সন্নিধানে শ্যামাচরণ বাবুর চরিত্রসম্বন্ধে পরিচয় প্রদান করেন।

তখন বিচার-পতি মহাশয়, সকল আপত্তি খণ্ডন পূর্ব্বক মাসিক ৬০০ ছয় শত টাকা বেতনে শ্যামাচরণ বাবুকে চিফ্ ইন্‌টারপ্রিটার অর্থাৎ প্রধান দ্বিভাষীর কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। বাঙ্গালির মধ্যে শ্যামাচরণ বাবুই এই পদে প্রথম নিযুক্ত হইয়া স্বদেশ ও স্বজাতির মুখ উজ্জ্বল করেন। তাঁহার অবলম্বিত কার্য্য ব্যতিরেকে, যখন তিনি কলিকাতার-মধ্যে কাহারও কোন জবান্‌বন্দী লইতে যাইবেন, তখন তিনি প্রত্যেক বারে দুই মোহর করিয়া কমিসন পাইবেন, ইহা-রও আদেশ প্রদত্ত হইল।

এইরূপে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে যে দিন তিনি চিফ্ ইণ্টার-প্রিটার পদে নিযুক্ত হইয়া আদালতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেই দিনই বিচারালয়ে একটী ইহুদীর মোকর্দ্দমা পেষ হইল। ঐ ইহুদী, পারসী ও আরবী ভাষা ভিন্ন অন্য ভাষায় স্বীয় বক্তব্য বিষয় বলিতে অশক্ত এবং যিনি ইণ্টারপ্রিটরী কার্য্য-সাধন জন্য তথায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি প্রাগুক্ত ভাষাদ্বয়ে কথা কহিতে যে অপারগ, তাহা বিচার-পতিকে জানাইলেন। তখন চিফ্ ইণ্টারপ্রিটার শ্যামাচরণ বাবুকে প্রধান বিচার-পতি, ইণ্টারপ্রিটরী করিতে আহ্বান করিলেন। তদনুসারে শ্যামাচরণ বাবু অকুতোভয়ে ইহুদীর সহিত বিশুদ্ধ

---

* পরিশিষ্টে প্রতিষ্ঠা-পত্র গুলির প্রতিলিপি প্রকাশ করা হই-য়াছে।

পারসী ভাষায় কথোপকথন করিয়া তাঁহার বক্তব্য বিষয় বিশদরূপে বিচারপতিকে অম্লান বদনে ইংরাজীতে বলিতে লাগিলেন। এই রূপে সে দিন তিন চারি ঘণ্টাকাল স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্য সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করিয়া বিচারপতি এবং উভয় পক্ষীয় উকীল কাউন্সলী ও শ্রোতৃবর্গের তুষ্টিসাধন করত সকলেরই নিকটে প্রতিষ্ঠালাভ করিলেন।

শ্যামাচরণ বাবু এমনই তেজস্বী ও শিক্ষিত ভাষা-সমূহে এ রূপ সুনিপুণ ছিলেন, যে এক দিন একটী মোকর্দ্দমায় এক-পক্ষের বক্তব্য বিষয়, আরবী ভাষা হইতে ইংরাজীতে বিচারপতিকে বলিতেছিলেন; এমত সময়ে অপর-পক্ষীয় জনেক সম্ভ্রান্ত কৌন্সলী জজকে বলিলেন যে, 'শ্যামাচরণ বাবু আরবী-শব্দের অর্থান্তর করিতেছেন।' তাহাতে জজ-সাহেব তখনই তাঁহাকে কৌন্সলীর প্রতিবাদটী বুঝাইয়া দিলেন। শ্যামাচরণ বাবু উত্তর করিলেন, যে 'আমি যাহা বলিতেছি, তাহাই প্রকৃত অর্থ।' কৌন্সলী বলিলেন 'আমি যাঁহার নিকট শিক্ষা করি, তিনি একজন আরবী ভাষায় সুশিক্ষিত মৌলবী। আমি তাঁহার নিকট ঐ শব্দের বিভিন্ন অর্থ শিক্ষা পাইয়াছি।' শ্যামাচরণ বাবু জজ সাহেবের দ্বারা, কৌন্সলীর নিকট হইতে মৌলবীর নাম অবগত হইবার প্রার্থনা করিয়া তাঁহার নাম শ্রবণ পূর্ব্বক সদর্পে উত্তর করিলেন যে 'তিনি আমার ছাত্রের ছাত্র।' এই উপলক্ষে বহু তর্কবিতর্কের পর, কৌন্সলীর প্রার্থনায়, উক্ত বাক্যের যাথার্থ সপ্রমাণ করিবার জন্য বিচার্য্য বিষয় সে দিবসের জন্য স্থগিত রহিল। তৎপর দিবসে কৌন্সলী সাহেব, আপনার ভ্রম-প্রমাদ অবগত হইয়া প্রকাশ্য বিচারালয় মধ্যে আত্ম-দোষ স্বীকার করত শ্যামাচরণ বাবুর নিকট ক্ষমা চাহিয়াছিলেন। ঈদৃশ ঘটনা মধ্যে মধ্যে সংঘটিত হইত, কিন্তু শ্যামাচরণ বাবু কোন বারেই অপদস্থ হয়েন নাই।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে উল্লিখিত উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইয়া ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত সসম্ভ্রমে উক্তকার্য্য সুসম্পাদন করিয়াছিলেন। এক দিনের জন্যও কি বাদী প্রতিবাদী, কি উকীল কৌন্সলী, কি বিচারপতিগণ, কি তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীবর্গ কেহই কোন কারণে তাঁহার যোগ্যতা বা চরিত্র সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও দোষারোপ করিতে পারেন নাই। প্রত্যুত সকলেরই শ্রদ্ধা ভক্তি, প্রীতি ও অনুরাগ-ভাজন হইয়া, স্বদেশ ও স্বজাতির এবং স্বীয় বংশের মুখোজ্জ্বল করত ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে অর্দ্ধ পেন্‌শন্ ৩০০ টাকা গ্রহণ করিয়া বিষয়-কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন।

শ্যামাচরণ বাবুর চরিত্র ও যোগ্যতা সম্বন্ধে সদর দেওয়ানী ও সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিগণ এবং প্রধানতম কৌন্সলী প্রভৃতি যে সকল প্রতিষ্ঠা-পত্র প্রদান করিয়াছিলেন; পরিশিষ্টে তৎসমূহ অবিকল প্রকাশিত হইল। পাঠকবর্গ তৎপাঠেই তাহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে সহজেই সমর্থ হইবেন।

যখন তিনি সদর দেওয়ানী হইতে সুপ্রিমকোর্টে ৬০০ ছয় শত টাকা বেতনে চিফ্ ইণ্টারপ্রিটর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, অর্থাৎ যখন তাঁহার ৪০০ হইতে ছয় শত টাকা মাসিক অর্থাগম হইয়াছিল, সেই সময় হইতেই স্বীয় নিবাস-ভূমি মামজোয়ানি গ্রামে মাসিক একশত টাকা ব্যয় স্বীকার করত একটী ইংরাজি-বাঙ্গালা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। যতদিন না গবর্ণমেণ্ট-সাহায্য গৃহীত হইয়াছিল, ততদিন শুদ্ধ কেবল তাঁহারই ব্যয়ে তত্রত্য বালকেরা বিনা বেতনে সেই বিদ্যালয়ে শিক্ষা-লাভ করিত। তৎপরে তিনি মাসিক ৮৫ টাকা সাহায্যদানে স্বীকৃত হইয়া গবর্ণমেণ্ট হইতে মাসিক ৪০ টাকা সাহায্য গ্রহণ করত বিদ্যালয়টী চালাইতে লাগিলেন। সেই বিদ্যালয় হইতে অনেক ছাত্র যথারীতি জ্ঞান-লাভ কবিয়া এখন কর্ম্ম-ক্ষেত্রে উন্নতি-লাভ পূর্ব্বক

শ্যামাচরণ বাবুর যশোকীর্ত্তি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার অর্থ ব্যয়ের সার্থকতা প্রদর্শন করিতেছেন।

দুঃখের বিষয় এই, শ্যামাচরণ বাবু পেন্সন গ্রহণ করাতে তাঁহার অর্থাগম অল্প হইয়া পড়িল। সুতরাং বিদ্যালয়ে পূর্ব্ববৎ সাহায্য দানে অসমর্থ হওয়াতে বিদ্যালয়টী উঠিয়া গেল। বিদ্যালয়টী অকালে কাল-কবলে নিপতিত হইবার সময়,যে ছয়টী ছাত্র বিশ্ব-বিদ্যা-লয়ের প্রবেশিকা-পরীক্ষায় অসম্পূর্ণ শিক্ষা লাভ করিয়া ছিল, তাহারদিগকে তিনি স্বয়ং বেতন দিয়া পরীক্ষাকাল পর্য্যন্ত অন্যত্রে পড়াইয়াছিলেন।

শ্যামাচরণ বাবুর দান-ক্রিয়া কেবল স্বদেশ মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না। একদা বেহালার কতিপয় যুবাপুরুষ একটী বঙ্গ-বিদ্যালয় স্থাপন করত তাঁহার নিকটে মাসিক সাহায্য প্রার্থনায় উপস্থিত হইলে তিনি আহ্লাদ সহকারে তাঁহারদের প্রার্থনা বাক্য শ্রবণ করিয়া মাসিক নিয়মে অবাধে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ আগষ্ট হইতে তাঁহার পেন্শন গ্রহণের পূর্ব্বসময় পর্য্যন্ত সাহায্য করিয়াছিলেন। পেনশন গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই তাহা স্থগিত হইয়া ছিল। তদ্ভিন্ন আর কয়েকটী বিদ্যা-লয়ে, ড্রিষ্ট্রীক্টচেরিটেবেল সোসাইটীতে ও কাথলিক খৃষ্টানদিগের অনাথ-নিবাস প্রভৃতিতেও নিয়মিতরূপে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত দান করিয়াছিলেন। মামজোয়ানি গ্রামে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ও পোষিত বিদ্যালয়টী উঠিয়া যাইবার পর, উক্ত গ্রামে যে অভিনব বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, তিনি তাহার জন্য একটী প্রশস্ত ইষ্টকালয় অর্পণ করত মাসিক দশ টাকা সাহায্য করিয়া আসিতেছিলেন।

শ্যামাচরণ বাবুর আয় সংক্ষেপ হইয়া গেলেও দুইটী স্বদেশীয় বিদ্যার্থীকে বেতন দিয়া পড়াইতে ছিলেন এবং কয়েকটী আত্মীয়কে তাঁহার তালতলার বাসায় রাখিয়া অন্নদান করিতেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্তও মাসিক ১০।১২ টাকা ব্যয় করিয়া স্বদেশে কয়েকটী নিরু-

পায় ব্রাহ্মণ-কন্যাকে প্রতিপালন করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। প্রতি রবিবারে উপস্থিত ভিক্ষুকদিগকে এক একটী পয়সা দান করিতেন। এইরূপে তাঁহার তিন শত টাকা বৃত্তি হইতে মাসিক দাতব্য প্রায় শত মুদ্রা, এবং দুর্গোৎসব সময়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতাদির বার্ষিক দান প্রায় ২৫০ শত টাকা অবধারিত ছিল।

শ্যামাচরণ বাবু তো একজন সদালাপী, শান্তপ্রকৃতি, সরল-স্বভাব বলিয়া প্রসিদ্ধই ছিলেন। তাঁহার নিকটে গমন করিলে সকলকেই সন্তুষ্ট ও সিদ্ধ-মনোরথ হইয়া আসিতে হইত। তাঁহার অপরাপর সদ্‌গুণের মধ্যে তিনি একজন বিখ্যাত কুটুম্ব-প্রতিপালক ছিলেন। কোন আত্মীয় কুটুম্ব দেখা করিতে গেলে, আগ্রহের সহিত তিনি সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার দুঃখে দুঃখ, সুখে সন্তোষ-ভাব প্রকাশ করিতেন এবং অবস্থা বিশেষে যথোচিত সাহায্য করিতেন।

শ্যামাচরণ বাবু যদিও রাজ-সেবা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি স্বদেশ ও স্বজাতির সেবাতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত গাঢ়-রূপে নিযুক্ত থাকিতেন। সমস্ত দিন বেতন-ভুক কর্ম্মচারী অপেক্ষাও অধিকতর পরিশ্রম করিয়া গ্রন্থাদি রচনা করিতেন। তাঁহার অব-কাশ কাল অতি অল্প ছিল। সর্ব্বদাই অধ্যয়নে, না হয়, গ্রন্থ প্রণয়নে কিম্বা মুন্সী-মৌলবী ও পণ্ডিত অধ্যাপকদিগের সহিত ধর্ম্মতত্ত্ব ও দায়তত্ত্ব সমালোচনায় তিনি কালাতিপাত করিতেন। এই জীবন-চরিত লেখক প্রায় তিন মাসকাল তাঁহার প্রবাস-নিকেতনের অনতিদূরে থাকিয়াও তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিবার প্রচুর সময় প্রাপ্ত হইতেন না। মধ্যাহ্ন কালে কোন কোন দিন তাঁহার অব-কাশ পাইতেন। তদুপলক্ষে তাঁহার সদ্‌গুণের পরিচয় পাইয়া এবং তাঁহার ঈশ্বর-প্রেমের নিদর্শন সন্দর্শন করিয়া এই সাধু-চরিত লিখিতে তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মে।

শ্যামাচরণ বাবু পেন্‌শন্‌ পাইয়াও নিশ্চিন্ত বা নিরবকাশ ছিলেন না। যিনি বাল্য জীবন হইতে উৎকট পরিশ্রম করিয়া আসিয়াছেন, যিনি অপ্রতিহত উৎসাহ সহকারে সংসারের দুর্লঙ্ঘ্য বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ওয়াটগঞ্জের রিড্‌ সাহেবের নিকট ১০ দশ টাকা বেতনে মুহুরীগিরি হইতে বঙ্গের প্রধানতম বিচারালয়ে তৎকালের উচ্চতর পদে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন; রাজ-বৃত্তি-ভোগী হইয়া আলস্যে কালাতিপাত করা কি তাঁহার পক্ষে সম্ভব-পর হইতে পারে? তিনি রাজ-দ্বারে অবকাশ লইতে না লইতেই, সুপ্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ স্বর্গগত মহাত্মা প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয়ের এস্‌টেট ফণ্ড হইতে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে রাজ-নীতি বিষয়ক উপদেষ্টা পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। রাজ-সেবায় বার্ষিক ৭,২০০ শত টাকা নির্দ্দিষ্ট বেতন পাইতেন, উপস্থিত কার্য্যে তাঁহার বার্ষিক বেতন দশ সহস্র মুদ্রা অবধারিত হইল। পূর্ব্বে পূর্ব্বে এই পদে ইয়ুরোপীয় বারিষ্টারগণই নিযুক্ত হইতেন, এক্ষণে তাঁহাকে তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া কার্য্য-সম্পন্ন করিতে হইয়াছিল। ইহাতে তাঁহার দূরদর্শিতা, রাজনীতিজ্ঞতা যে কেমন জাজ্জ্বল্যতররূপে প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহা তাঁহার মহম্মদীয় দায়াধিকার গ্রন্থ পাঠে সহজে সকলেরই সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। প্রথমে তিনি এক বৎসরের জন্য উক্ত পদে নিযুক্ত হন, কিন্তু বক্তব্য বিষয় শেষ না হওয়াতে অধ্যক্ষগণ তাঁহার কার্য্যপটুতা সন্দর্শনে তাঁহার কার্য্যকাল আর এক বৎসর বর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছিলেন। প্রাগুক্ত বিষয়-কার্য্য উপলক্ষে তিনি মুসলমান দায়াধিকার সকল যে প্রকার বিশদরূপে উপদেশ দিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তৎপাঠে মুসলমান সমাজের প্রধানতম কাজি, মৌলবী বা ইমাম্‌গণকে তাঁহার সন্নিধানে ভূরি-দর্শন বিষয়ে পরাভব স্বীকার করিতে হইয়াছে। ইহা ভারতের সামান্য সৌভাগ্য—বঙ্গের অল্প স্পর্দ্ধার বিষয় নহে!

চতুর্থ অধ্যায়।

গ্রন্থ-প্রণয়ন।

শ্যামাচরণ বাবু কেবল মাত্র কতকগুলি ভাষা শিক্ষা ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ-পদ লাভ করিয়াই যে, লোক-সমাজে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন, তাহা নহে। তিনি অনেকগুলি নিতান্ত প্রয়োজনীয় এবং একান্ত আবশ্যকীয়-গ্রন্থ প্রণয়ন করত বিদেশীয় ও স্বদেশীয় জনগণের অসম্ভাবিত উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থ-সমূহের মধ্যে "ইন্ট্রডকৃসন টুদি বেঙ্গলী ল্যাঙ্গোয়েজ," অর্থাৎ ইংরাজি-বাঙ্গালা ব্যাকরণ এবং বাঙ্গালা ব্যাকরণ, ব্যবস্থা-দর্পণ, ব্যবস্থা-চন্দ্রিকা, "ঠাকুর ল লেকৃচর অন্ মেহমিডান ল" (অর্থাৎ মহম্মদীয় সিয়া ও সুন্নী সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র ব্যবহার শাস্ত্র) পাঠ্যসার ও নীতি-দর্শন এবং (সিরাজিয়া) মেকনাটন ও এল্‌বার্‌লিং সাহেব কৃত মহম্মদীয় ব্যবস্থা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য সংগ্রহের উপরে তাঁহার টীকা টিপ্পনী ও স্বাভিপ্রায় সম্বলিত নূতন সংস্করণ "সিরাজিয়া" নামক গ্রন্থ, এই গুলিই প্রসিদ্ধ।

কলিকাতা 'ফোর্ট উইলিয়ম কালেজে' যে সকল সিবিলিয়ানকে দেশীয় ভাষা শিক্ষা করিতে হইত, তাঁহারদিগের তৎকালে সহজে বঙ্গ-ভাষা শিক্ষার উপযোগী বিশেষ ফল-প্রদ ব্যাকরণ ছিল না। শ্যামাচরণ বাবু যৎকালে পারসী, উর্দ্দু, হিন্দী এবং বঙ্গ-ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া সিবিলিয়নদিগকে উল্লিখিত ভাষা-চতুষ্টয়ে শিক্ষা দান করিতেন, তৎকালে উক্ত কালেজের সম্পাদক মেজর্ মার্শেল সাহেব, তাঁহাকে বঙ্গ-ভাষার ও তন্মধ্যে যে সকল বিজাতীয় ভাষার শব্দ সন্নিবেশিত হইয়াছে, যাহাতে সহজে উক্ত কালেজের ছাত্রগণের তদ্বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ হইতে পারে, এমন একখানি সর্ব্বাঙ্গ-

সুন্দর ব্যাকরণ প্রণয়ন করিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে শ্যামা-চরণ বাবু প্রথমোক্ত গ্রন্থ খানি ইংরাজী বাঙ্গালায় রচনা করিয়া-ছিলেন। তাহা সিবিলিয়নদিগের দেশীয় ভাষা-শিক্ষার বিশেষ উপযোগী হওয়াতে গবর্ণমেন্ট তাহার কতকগুলি গ্রন্থ লইয়া, শ্যামা-চরণ বাবুকে সহস্র মুদ্রা প্রদান করেন। উক্ত গ্রন্থ খানি এখনও ইংলণ্ডে ও এতদ্দেশীয় ভাষা-শিক্ষার্থী ইংরাজদিগের মধ্যে ব্যবহৃত হইতেছে।

তদনন্তর অনরেবল ড্রিঙ্কওয়াটর বেথুন সাহেবের অনুরোধক্রমে তিনি উক্ত গ্রন্থের কোন কোন অংশ পরিত্যাগ ও পরিবর্দ্ধনাদি করিয়া দেশীয় ভাষা শিক্ষার জন্য বঙ্গ ভাষায় 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' নাম দিয়া দ্বিতীয় পুস্তক খানি প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহার দ্বারা তৎকালের ভাষা শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ উপকার সংসাধিত হইয়াছিল।

বহুকালাবধি দায়াধিকার লইয়া বিচারালয়ে, দেশীয় পণ্ডিতগণের নানা প্রকার মতামত-জনিত যে অনেক অবিচার ও অত্যাচার হইয়া গিয়াছে, তাহা অনেকেই বিদিত আছেন। বিচারপতিগণ অত্যন্ত কার্য্যকুশল ও বিচারক্ষম হইলেও তাঁহাদিগকে আর্য্যজাতির দায়া-ধিকার বিষয়ে তাঁহারদিগের সহযোগী স্মৃতি শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতগণের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইত। অর্থী প্রত্যর্থীগণ ধনাঢ্য হইলে স্ব স্ব পক্ষ সমর্থন জন্য বিচার সময়ে অনেকানেক পণ্ডিতগণের শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা প্রদর্শন করিতেন; তদ্বিষক মীমাংসা জন্য অনেক সময় অতিবাহিত হইলেও স্থল বিশেষে সুবিচার পক্ষে অনেক গোলযোগ হইয়া গিয়াছে। কোন উচ্চ আদালতের তাদৃশ ভ্রমাত্মক বিচার-নিষ্পত্তি, আবার অপর বিচারালয়ে প্রমাণ-স্বরূপ প্রদর্শিত হওয়াতে প্রকৃত বিচার-প্রার্থীদিগের অনিষ্ট অপকারের আর ইয়ত্তা থাকিত না। তদ্দর্শনে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারপতি জন, রসেল, কল্‌বিন সাহেব, শ্যামাচরণ বাবুকে বহু-ভাষাজ্ঞ সুপণ্ডিত

জানিয়া তাঁহাকে হিন্দু-জাতির দায়াধিকার-ব্যবস্থা সঙ্কলন করিয়া বঙ্গ-দেশের জন্য বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও ইংরাজীতে এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের নিমিত্ত উর্দ্দু, সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষায় দুই-খানি পুস্তক প্রকাশ করিবার প্রস্তাব করেন। শ্যামাচরণ বাবু এতদ্ উপলক্ষে আদালতের আমলা হইয়াও, একজন অদ্বিতীয় স্মৃতি-শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত রূপে সমগ্র ভারতবর্ষ মধ্যে প্রতিপন্ন হয়েন। তিনি স্মৃতি-শাস্ত্র-বিশারদ পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের নিকট স্মৃতি-শাস্ত্র এবং মাদ্রাসা কালেজের প্রধান অধ্যাপক মৌলবী মহম্মদ উজির সন্নিধানে মুসলমান-দিগের ব্যবস্থা-গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তৎপরে আত্ম-চেষ্টা দ্বারা দুই জাতির বহুবিধ ব্যবস্থা-শাস্ত্র এবং সদর দেওয়ানী আদালতের অসংখ্য নজীর পাঠ করিয়া, যেরূপ সুনিয়ম ও সুশৃঙ্খলা-পূর্ব্বক 'ব্যবস্থা-দর্পণ' ও 'ব্যবস্থা-চন্দ্রিকা' প্রণয়ন করিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিলে, তাঁহার শাস্ত্র-দর্শন, বিচার শক্তি এবং এতদ্দেশীয় রাজ-বিধি-সমূহে অসামান্য অভিজ্ঞতা সন্দর্শন করিয়া বিস্মিত ও চমৎকৃত হইতে হয়।

শ্যামাচরণ বাবুর বিদ্যা-বুদ্ধি, দান-ধর্ম্ম ও সৎকার্য্য-কলাপের যদি আর কোন নিদর্শনই না থাকিত, তাহা হইলেও 'ব্যবস্থা-দর্পণ ও ব্যবস্থা-চন্দ্রিকাই' তাঁহার নিগূঢ় শাস্ত্র-জ্ঞান, গভীর-চিন্তা, তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি, ভূরি-দর্শন, অতুলন স্মৃতি-শক্তি ও অনুপম মীমাংসা-সামর্থ্য প্রভৃতির পরিচয় প্রদান করিত, তাহার আর সন্দেহ নাই। তাঁহার ব্যবস্থা-দর্পণ' উচ্চ-শ্রেণীর ওকালতী-পরীক্ষায় পাঠ্য-পুস্তক এবং ইংলণ্ডের 'প্রিভি-কাউন্সেলে ও ব্রিটিষ-অধিকৃত ভারতবর্ষের উচ্চতম বিচারালয়ে সপ্রমাণিত হিন্দু-বিধি বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে।

হিন্দুদিগের অপেক্ষা যে মুসলমান-সমাজের দায়াধিকার-ব্যবস্থা অতীব জটিল ও নিতান্ত বিভিন্ন; তাহা সকলেই বিশেষ রূপে অবগত আছেন। শ্যামাচরণ বাবু, ১৮৭৩। ৭৪ খৃষ্টাব্দে পরলোকগত

প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয়ের আইন-অধ্যাপক নিযুক্ত থাকিয়া, পর্য্যায়-ক্রমে মুসলমানদিগের সুন্নী ও সিয়া দুই সম্প্রদায়ের দায়াধিকার-বিধি যেরূপ বিশদ রূপে তন্ন তন্ন করিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন এবং পরে তাহা যে প্রকার অসামান্য নৈপুণ্য-সহকারে সুশৃঙ্খলা-পূর্ব্বক পৃথক-রূপে গ্রন্থ-বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তৎপাঠে কৃতবিদ্য হিন্দু বা ইংরাজ-দিগের কথা দূরে থাকুক, মুসলমান মৌলবী, মুফ্‌তি, কাজী, ও ইমাম্ প্রভৃতি চমৎকৃত ও বিস্মিত হইয়াছেন। শ্যামাচরণ বাবুর 'ব্যবস্থা-দর্পণ' দ্বারা যেমন বঙ্গ-সমাজের এবং ব্যবস্থা-চন্দ্রিকার দ্বারা কাশী, মিথিলা, দ্রাবিড়-সমাজের দায়াধিকার-বিতণ্ডা প্রশমিত হইয়াছে, তেমনি মুসলমানদিগের দায়াধিকার-বিধি সঙ্কলন করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করাতে সাধারণ মুসলমান-সমাজের মধ্যহইতেও দায়-ঘটিত বিবাদ বিসম্বাদ মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছে। শ্যামাচরণ বাবু কৃত—'মেহামিডান ল' নামক উক্ত গ্রন্থ দ্বয় যেমন মুসলমান সমাজে, তেমতি বিচারালয়ে এবং উকিল কৌন্সলীদিগের মধ্যেও প্রমাণিত গ্রন্থ রূপে ব্যবহৃত হইতেছে। মুসলমানদিগের দায়ভাগ শাস্ত্রে তাঁহার এমনই অসদৃশ দর্শন ছিল, যে মৌলবী, কাজী ও মুফ্‌তি প্রভৃতির তদ্বিষয়ে কোন সংশয় বা সন্দেহ উপস্থিত হইলে, তাঁহারা শ্যামাচরণ বাবুর নিকটে আসিয়া তাহার মীমাংসা করিয়া লইয়া যাইতেন।

তাঁহার শেষ-জীবনে গবর্ণমেণ্ট মনোনীত বুক্ কমিটীর জনৈক মেম্বর ডাক্তার কানাইলাল দে রায় বাহাদুর মহাশয়ের অনুরোধে বিদ্যালয়ের ব্যবহার জন্য দুইখানি অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম-ভাব ও নীতি-জ্ঞান-পূর্ণ ঈশ্বর-প্রেমাভিষিক্ত পদ্য-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার কোমল-হৃদয়ের সরলভাব, অটল ঈশ্বর-প্রেম, অসাম্প্র-দায়িক ধর্ম্ম-মত সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে। পরিণামে যাদৃশ গ্রন্থ-রচনায় গ্রন্থকারগণ প্রবৃত্ত হইলে বিদ্যালয় হইতে নিরীশ্বর বিদ্যাশিক্ষা

জনিত দুরপণেয় কলঙ্ক ও অনুপমেয় অনিষ্টপাত বিদুরিত হইতে পারে, তিনি তাহার সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার বিরচিত অনেক কবিতা মুদ্রিত বা প্রকাশিত হয় নাই। সময়ক্রমে তৎসমূহের পাণ্ডুলিপি প্রাপ্ত হইলে প্রকাশ করিতে যত্নবান হইব। এতদতিরিক্ত তিনি জাতীয়-সভায়, পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে অনেক বিদ্যালয়ে ও অপরাপর বহুবিধ সভা-স্থলে সময়ে সময়ে যে সকল সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়াছিলেন, সাময়িক সংবাদ-পত্রিকাদিতে তাহার স্থূল বিবরণ সকল প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্যামাচরণ বাবু পারসী, আরবী, উর্দ্দু, হিন্দী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত, ইংরাজী, লাটিন, ফরাসিস্, গ্রীক ও ইটালীয় এই একাদশটী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে প্রথম নয়টী ভাষায় তাঁহার লিখিবার পড়িবার এবং কথোপকথনাদি করিবার বিশেষ সামর্থ্য ছিল। তাঁহার ব্যবস্থা-দর্পণ ও ব্যবস্থা-চন্দ্রিকা, মহম্মদীয় দায়াধিকার-গ্রন্থ এবং সিরাজিয়া নামক পুস্তকের শোধন ও সংস্করণাদিতেই তাহা বিশদ-রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। তিনি যে গদ্য পদ্য উভয়বিধ রচনাতেই সুপটু ছিলেন, প্রাগুক্ত গ্রন্থ সকল, তাঁহার গদ্য এবং পাঠ্য-সার ও নীতি-দর্শন পুস্তকদ্বয় তাঁহার পদ্য রচনার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

সদর-দেওয়ানী আদালতের প্রধান-বিচারপতি মহাশয়ের প্রস্তাবনায় যে বঙ্গ-দেশের জন্য ব্যবস্থা-দর্পণ ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের নিমিত্ত ব্যবস্থা-চন্দ্রিকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ব্যবস্থা-দর্পণখানি বাঙ্গালা-সংস্কৃত এবং ইংরাজী-ভাষায় স্বতন্ত্র দুই-খণ্ডে সম্পন্ন করিয়া, যথাকালে দ্বিতীয়-সংস্করণ পর্য্যন্ত সমাধা করেন। তাহাও নিঃশেষিত হইবার উপক্রম হওয়াতে, আবার তিনি তাহার বাঙ্গালা-সংস্কৃত-ভাগটী সংশোধন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া তৃতীয়-বার মুদ্রাঙ্কনে প্রবৃত্ত হওত কয়েক অধ্যায় প্রকাশ করিতে করিতেই পরলোক-

যাত্রা করিয়াছেন। এখন যে তাহা সহজে তাঁহার ন্যায় কেহ সুস-ম্পন্ন করিয়া তুলিতে পারেন, এরূপ বোধ হয় না।

ব্যবস্থা চন্দ্রিকা-খানি, অনেক দিন হইল, ইংরাজী-ভাষায় বৃহৎ দুই-খণ্ডে এবং তাহার প্রথম-খণ্ড-খানি শুদ্ধ উর্দ্দু ও সংস্কৃত ভাষায় প্রচারিত হইয়াছে; দ্বিতীয়-খণ্ড উল্লিখিত ভাষা-দ্বয়ে প্রস্তুত করিয়া প্রচারের ইচ্ছা ছিল, তাঁহার মৃত্যুতে তাহাও অসম্পন্ন রহিয়া গেল!

শ্যামাচরণ বাবু লাটিন, আরবী ও সংস্কৃত-ভাষাদির একখানি "কম্‌প্যারেটিভ্ গ্রামার" প্রণয়নের উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইতে ছিলেন, তাহাও আর হইয়া উঠিল না। তাঁহার মৃত্যুতে যে সাহিত্য-সমাজ, বঙ্গ, কাশী, মিথিলা, দ্রাবিড় অঞ্চল এবং বিচারালয় প্রভৃতি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল, তাহা সকলকেই মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়।

ধর্ম্ম-মত।

শ্যামাচরণ বাবু একদিকে যেমন ঘোর-বিষয়ীর ন্যায় কর্ম্ম-ক্ষেত্রে ঘূর্ণিত হইয়া ক্রমে ক্রমে রাজ-দ্বারে উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন, অন্য-দিকে তেমনি ধর্ম্ম-শাস্ত্র চর্চ্চা দ্বারা কাল-সহকারে একজন অসাধারণ ধর্ম্মশাস্ত্রবিশারদ মহামান্য পণ্ডিত-অগ্রগণ্য হইয়া উঠিয়াছিলেন। 'সনাতন-ধর্ম্ম-রক্ষিণী সভার' কলিকাতার ও নবদ্বীপ প্রভৃতির সদ্বিদ্যা-শালী সুবিখ্যাত সুপণ্ডিত সভ্য-মহোদয়গণ তাঁহার প্রকৃত গুণগ্রাহী হইয়া, তাঁহাকে যে 'বিদ্যাভূষণ' উপাধি প্রদান করেন, তাহা যথার্থই তাঁহার গুণানুরূপ হইয়াছিল।

শ্যামাচরণ বাবুর বাল্য-জীবন হইতেই ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি এবং পরকালের প্রতি অটল বিশ্বাস ছিল। ঈশ্বরকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়-কার্য্য সাধন করাই যে তাঁহার প্রকৃত উপাসনা, এবিশ্বাসটী আমৃত্যু তাঁহার হৃদয়ে দীপ্তি পাইয়াছে। পারসী ও আরবী ভাষায় ঈশ্বর-বিষয়ক বহুবিধ গ্রন্থ-পাঠে এবং সংস্কৃত-ভাষায় শ্রুতি-উপনিষদাদি অধ্যয়নে তাঁহার ধর্ম্মভাব আরো উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। যখন তিনি পঁচিশ টাকা বেতনে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা মাদ্রাসা কালেজে পণ্ডিতের কার্য্য করিতেন, তখন হইতেই তাঁহার আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগ হইয়াছিল। তিনি তথায় কেবল একজন উদাসীন উপাসকের ন্যায় যাইতেন না, প্রত্যুত যাহাতে ব্রাহ্ম-সমাজ স্থায়ী হইয়া, ভারতের প্রভূত মঙ্গল-সাধন করিতে পারে, প্রাচীনতম বেদ-উপনিষদ্ সকল প্রকাশিত হইয়া ভারতসন্তান সমূহের ব্রহ্মজ্ঞান উদ্দীপ্ত হয়, তৎপ্রতি তাঁহার আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টা ছিল।

যখন তিনি নবদ্বীপে শ্রীনাথ লাহিড়ী মহাশয়ের সন্নিধানে পারসিক ভাষায় বহুবিধ ঈশ্বর-প্রেমপূর্ণ গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিতেন, সেই সময় হইতেই তাঁহার ধর্ম্ম-ভাব ও ধর্ম্ম-মত বিশুদ্ধ আকার ধারণ করিতে আরম্ভ করে। এই অবস্থাতেই তিনি পারস্য-গ্রন্থের গূঢ়-ভাব সকল অবলম্বন করিয়া বঙ্গ-ভাষায় ঈশ্বরবিষয়ক অনেকগুলি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার এমনই অসামান্য স্মরণ-শক্তি ছিল, যে তিনি তাঁহার শেষ-জীবনেও অবলীলা-ক্রমে সেই সকল কবিতা আবৃত্তি করিতেন। তাঁহার নিকটে ঘটনা ক্রমে শ্রুতি-উপনিষদ্ হইতে কোন শ্লোক পাঠ করিলে, তিনি তাঁহার অধীত পারসীক ও আরবীক গ্রন্থ হইতে তাহার সদৃশ-ভাব-পূর্ণ বাক্য প্রদর্শন করিতেন।

কর্ম্ম-সূত্রে যখন শ্যামাচরণ বাবু কলিকাতায় অবস্থান করেন এবং দুই বৎসর কাল রামতনু বাবুর নিকট থাকিয়া পরে স্বতন্ত্র বাসা করিয়া মাদ্রাসা কালেজে যখন তিনি পণ্ডিতের কার্য্য সম্পাদনে নিযুক্ত

হওত পারস্য ও আরব্য-ভাষায় আরো উচ্চতর শিক্ষা প্রাপ্ত হন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ধর্ম্ম-ভাব যেমন বর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ হয়, কলিকাতাস্থ তৎকালের কৃতবিদ্য সাধু-সজ্জন-গণের সঙ্গে তাঁহার সদ্ভাব সঞ্চার হওয়াতে তিনি তাহার অনুরূপ অভিনয়-ক্ষেত্রও লাভ করিয়াছিলেন।

পরম পূজ্যপাদ মহর্ষি শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-মহাশয়ের সহিত তাঁহার যোগ হওয়াতে, ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার বিশেষ আস্থা ও বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। তজ্জন্য তিনি নিয়মিত রূপে আদিব্রাহ্ম-সমাজে উপস্থিত হইয়া, অরূপী অশরীরী পরব্রহ্মের উপাসনা করিয়া কৃতার্থ হইতেন এবং ১৭৬৭ শকের ১৩ কার্ত্তিক দিবসে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। তাঁহার সেই অবলম্বিত ধর্ম্ম-মত প্রচারের জন্য—সাধক-মণ্ডলীর ঈশ্বর প্রেম উদ্দীপ্ত করণার্থ আদি ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা-কালে কয়েক বার বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতায় আদি সমাজের উদার অমায়িক অসাম্প্রদায়িক-ভাব রক্ষিত না হওয়াতে এবং তাঁহার উপদেশের কোন কোন অংশ হাস্যরসাদি উদ্দীপক ও নাস্তিকদিগের প্রতি অযথা কটু-কাটব্য-প্রয়োগ প্রভৃতি দোষে দূষিত হওয়ায় পরমপূজ্যপাদ প্রধান-আচার্য্য মহাশয় তাহা শোধন করিয়া দিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

পরে বিদ্যা-শিক্ষা ও বিষয়কার্য্যের ব্যস্ততা প্রযুক্ত অনবকাশ নিবন্ধন শ্যামাচরণ বাবু আর নিয়মিত রূপে আদি-ব্রাহ্ম সমাজে উপস্থিত হইতে পারিতেন না। কিন্তু মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি আদি-সমাজের মত ও বিশ্বাস পোষণ করিয়া আসিয়াছিলেন। আদি ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতি ও প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের উপরে তাঁহার আমৃত্যু প্রগাঢ় অনুরাগ ও অবিচলিত ভক্তি বর্ত্তমান ছিল। যখনই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইত, তখনই ব্যাকুলতার সহিত প্রধান আচার্য্য-মহাশয়ের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেন এবং তাঁহার নির্জ্জন-বাস

প্রভৃতির বিষয় শুনিয়া বলিতেন যে "ব্রাহ্ম সমাজ হইতে ঐ একটী লোকই প্রকৃত দেবত্ব লাভ করিয়াছেন।"

যদিও তিনি নিয়মিত-রূপে সাপ্তাহিক ব্রাহ্মসমাজে আসিতে পারিতেন না, কিন্তু মহোৎসবাদি উপলক্ষে আগমন করিয়া ব্রহ্মো-পাসনা করিতে প্রায়ই ত্রুটী করিতেন না। একদা প্রধান আচার্য্য মহাশয় দীর্ঘকাল হিমাচলে অবস্থান করাতে ব্রাহ্মসমাজের অর্থাগম অপেক্ষাকৃত ন্যূন হইয়া পড়িয়াছিল, তিনি রমাপ্রসাদ বাবুকে প্রবৃত্তি দিয়া শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল মিত্র, আশুতোষ ধর ও বৈকুণ্ঠনাথ সেন প্রভৃতিকে লইয়া আদি সমাজের দ্বিতল গৃহে একটি সভা আহ্বানের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাহাতে রমাপ্রসাদ বাবু যন্ত্রালয়ের উন্নতি সাধন করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া অর্থাগমের পথ প্রমুক্ত করিয়া দেন। যন্ত্রালয়ের আয়বৃদ্ধি জন্য শ্যামাচরণ বাবু স্বীয় ব্যবস্থা-দর্পণ গ্রন্থও উক্ত যন্ত্রে মুদ্রিত করিবার জন্য অর্পণ করেন।

শ্যামাচরণ বাবু অনেকবার আমার দ্বারা আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রচারিত গ্রন্থ সকল আগ্রহের সহিত ক্রয় করিয়াছিলেন এবং যত্ন সহকারে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা খানি গ্রহণ করিতেন। তাঁহার 'ওঁঙ্কার' ও 'গায়ত্রীর' উপরে বিশেষ নিষ্ঠা ছিল। তিনি বলিতেন 'এক গায়ত্রীতেই সাধকের আত্মোন্নতির প্রকৃষ্ট উপায় নিহিত আছে।' 'অর্থ-সহ ত্রিপাদ-গায়ত্রী উচ্চারণেই সাধকের উপাসনার গূঢ় তাৎপর্য্য সংসাধিত হইতে পারে।' তিনি স্বয়ংও মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সেই ওঁঙ্কার ও গায়ত্রী বাক্য অবলম্বন করিয়া পরব্রহ্মের ধ্যান ধারণা করিতে করিতেই মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।

তিনি নিজে ব্রহ্ম-নিষ্ঠ হইলেও নাস্তিক ভিন্ন কখনই অন্যের মত-বিশ্বাসের দোষ ঘোষণা করিতেন না। বিদ্বেষ ভাব তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইত না, বরং সরল বিশ্বাসীর, অকৃত্রিম ধর্ম্মানুষ্ঠায়ীর তিনি যথেষ্ঠ অনুরাগী ছিলেন। ঈশ্বরে যেমন তাঁহার অটল নিষ্ঠা

থাকাতে তিনি ভক্তি-ভরে প্রতিদিনই ত্রিসন্ধ্যা তাঁহার ধ্যান ধারণা, পূজার্চ্চনায় নিযুক্ত হইতেন, তেমনি তাঁহার প্রিয়-কার্য্য সাধন-উদ্দেশে নিয়মিত-রূপে দীন-দরিদ্র, অন্ধ অনাথদিগকে অন্ন-বস্ত্র দান, অসহায় বিদ্যার্থী বালকগণকে নিজ নিবাস-নিকেতনে রাখিয়া বিদ্যালয়ের বেতনাদি দিয়া ভরণ-পোষণ, উপায় বিহীনা হিন্দু বিধবাদিগকে মাসিক নিয়মে অর্থ-বিতরণ করিতেন। এতদ্ভিন্ন সাধারণের মঙ্গল উদ্দেশে নিজ-গ্রাম মামজোয়ানি হইতে হাজরাপুর অবধি একটি এবং মামজোয়ানি হইতে বাদকুল্যার সন্নিহিত সুপ্রসিদ্ধ রাজ-পথ পর্য্যন্ত অপর একটি বর্ত্ম বহু অর্থব্যয়ে নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া তৎপ্রদেশস্থ লোকের বিপুল মঙ্গল সাধন করিয়া গিয়াছেন। শেষোক্ত রাস্তাটীর জন্য ভূমিসংগ্রহে অসমর্থ হইয়া নিজব্যয়ে রাজ-বিধির সহায়তায় স্থান সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। তদ্ব্যতিরেকে প্রতি-বর্ষে দলুই গ্রাম ও হলুদপাড়া নামক গ্রামদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী সুবিস্তৃত প্রান্তর-মধ্যে——সেই জল-শূন্য প্রদেশে হিন্দু-মুসলমান দুই জাতির জন্য দুইটী স্বতন্ত্র কূপ খনন করিয়া একটী হিন্দু, একটী মুসলমান ভৃত্য নিযুক্ত রাখিয়া জলছত্র প্রদান পূর্ব্বক উভয়-জাতির তুল্য রূপে শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। সেই প্রান্তরবাহী পথিকগণ ও পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীর লোক সকল এবং কৃষক ও গোপাল প্রভৃতি তাঁহার প্রদত্ত জলছত্রে জলপান ও বিশ্রাম করিয়া শ্রান্তি দূর ও ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করিত। সেখানে প্রতিবর্ষে জলছত্র দিলেও তত্রত্য জন-গণের ও পথিকবৃন্দের স্থায়ী উপকার সংসাধিত হয় না, এজন্য সেই প্রান্তর-মধ্যে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করিবার উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অকস্মাৎ পরলোক-গমন করাতে তাঁহার সেই সাধু ইচ্ছা আর কার্য্যে পরিণত হইল না। অতএব তাঁহার এক মাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ সরকার মহাশয়ের নিকট আমরা এই প্রত্যাশা করি, যে তিনি তাঁহার স্বর্গগত পিতার বাঞ্ছিত মহাপুণ্য-

জনক কার্য্যটী সম্পাদন করিয়া তাহার "শ্যাম-সরোবর" নাম প্রদান পূর্ব্বক সাধারণ জনগণের মধ্যে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখেন।

শ্যামাচরণ বাবু বিষয়-কার্য্যে, গ্রন্থ প্রণয়নে যৎপরোনাস্তি বিব্রত ও অবকাশ-শূন্য থাকিলেও একদিনের জন্য নিয়মিত উপাসনা হইতে বিরত হইতেন না। তিনি সর্ব্বদাই ব্রহ্ম-যোজিত-চিত্ত ছিলেন। কঠোর কর্ম্ম-শ্রমের মধ্যেও তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও প্রীতি পূর্ব্বক মধুর ওঁঙ্কার-শব্দ সময়ে সময়ে বিনা আড়ম্বরে উচ্চারণ করিতে দেখা গিয়াছে। প্রতিদিন প্রাতঃ সন্ধ্যা উভয়-কালেই তো অচলা-ভক্তি, অনুপম কৃতজ্ঞতার সহিত পরমেশ্বরের উপাসনা করিতেনই, তদ্ব্যতিরেকে স্নান-আহারান্তে উপাসনা করাও তাঁহার একটী নিয়ম ছিল। তদ্দৃষ্টে এই জীবন-চরিত-লেখক তাঁহাকে একদিন বলিয়াছিলেন, যে 'মহাশয়! প্রাতঃকাল ও সায়ংকালই তো উপাসনার প্রশস্ত সময়;' তাহাতে তিনি উত্তর করিয়াছিলেন যে 'তত্তৎ সময়ে তো উপাসনা করিয়াই থাকি; আমি বাল্য-জীবনে বড় অন্ন-কষ্ট পাইয়াছি, সেই জন্য অন্ন-পানে পরিতৃপ্ত হইলে, ঈশ্বরের প্রতি আপনা হইতেই আমার অধিকতর শ্রদ্ধা ভক্তি, প্রীতি কৃতজ্ঞতা উত্থিত হয়, সেই কারণেই ভোজনান্তে তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হই।'

ষষ্ঠ অধ্যায়।

শেষ-জীবন।

শ্যামাচরণ বাবু গত ২৮ ভাদ্র মঙ্গলবার অমাবস্যা দিবসে আহারাদি সমাপনান্তে যথারীতি গ্রন্থ-প্রণয়নাদিতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন; অপরাহ্ণ ৩।৪ টা পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়া একটু অসুস্থতা অনুভূত হইলে

অন্তঃপুরে যাইয়া বিশ্রাম করিলেন। বিনা-চিকিৎসায় যে এই অত্যল্প জ্বর হইতে তিনি মুক্ত হইবেন, অন্তিম সময় পর্য্যন্ত তাঁহার এরূপ বিশ্বাস ছিল। তথাচ তাঁহার পুত্র ও খুল্লতাত-পুত্র সেই মঙ্গলবার সন্ধ্যার পরেই তালতলাস্থ শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামক সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক মহাশয়কে আনয়ন করেন। রোগটী যে মারাত্মক বা সাংঘাতিক হইয়াছে, চিকিৎসক মহাশয়ের নিকটেও তখন তাহা সহসা প্রতীয়মান হয় নাই। তিনি সামান্য দুইটী মৃদু-বিরেচক বটিকা-সেবনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া গমন করেন। শ্যামাচরণ বাবু সে দিন তাহা সেবন করেন নাই। বুধবার প্রাতে প্রাগুক্ত ডাক্তার মহাশয় আসিয়া ঐ বটিকার সহিত, আর একটি ঔষধ সেবন করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলে, তৎসেবনে কথঞ্চিৎ রোগের উপশম হয়। বৃহস্পতিবার চিকিৎসক মহাশয়ের উপদেশ ক্রমে কুইনাইন প্রদত্ত হইবার কিয়ৎকাল পরে অর্থাৎ মধ্যাহ্নে জ্বর বৃদ্ধি হইল এবং ক্রমে ক্রমে আবল্য ও ভ্রম-প্রমাদ উপস্থিত হইতে লাগিল। সায়ংকালে ৩। ৪ জন চিকিৎসকের পরামর্শে সুবিখ্যাত চিকিৎসক এইচ্, কেলী সাহেবকে আনয়ন করা হইল। তিনি বিশেষ পরীক্ষা করিয়া রোগানুরূপ ঔষধ ব্যবস্থা করত শ্যামাচরণ বাবুর পুত্র-প্রভৃতিকে বলিয়া গেলেন যে, 'রোগটি সাংঘাতিক হইয়াছে।'* তৎপরে ক্রমে রোগবৃদ্ধি হওয়াতে ডাক্তার কোট্স্-সাহেব প্রায় রাত্রি ১টা হইতে ২॥০টা পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিয়া চিকিৎসা করেন; কিন্তু কিছুতেই রোগের প্রতীকার হইল না। যে বৃহস্পতিবার রাত্রি-শেষে তিনি পরলোক গমন করেন, সেই কাল-রাত্রির প্রথম ও মধ্য-পাদে শয্যাশায়ী হইয়াও শ্যামাচরণ বাবুর স্বাভাবিক সরলতা ও অমায়িকতা প্রভৃতি সদ্গুণ সকল তিরোহিত হয় নাই। তিনি তত্তৎ কালেও ডাক্তারদিগের করস্পর্শ করিয়া অভ্যর্থনা ও তাঁহাদিগের সহিত প্রয়োজন মত সদালাপ করিয়াছিলেন।

চিকিৎসকগণ বিদায় গ্রহণ করিলে পর, তিনি গৃহের দ্বার সকল অবরুদ্ধ এবং দীপটী নির্ব্বাণ করিতে পুনঃ পুনঃ আদেশ করেন। দ্বার অবরুদ্ধ হইল, দীপটী নির্ব্বাপিত হইল না। তিনি পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া ক্রমাগতই "হরিঃ ওঁ" এবং উচ্চৈঃস্বরে গায়ত্রী পাঠ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পত্নী সেই শয্যাতেই শয়ন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার খুল্লতাত পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন সরকার মহাশয় শয্যার অদূরে উপবিষ্ট থাকিয়া ঔষধাদি সেবন করাইতে ছিলেন। কিছুতেই রোগের উপশম না হইয়া, ক্রমে জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য হইতে লাগিল। তাহার মধ্যেও যখনই নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ-শিখার ন্যায় এক একবার জ্ঞান সঞ্চার হইয়াছিল, তখনই ক্রমাগত ওঁঙ্কার শব্দ উচ্চারণ ও গায়ত্রী পাঠ করিয়াছিলেন। স্বর-বিকার উপস্থিত হইলেও সেই বিকৃত-স্বরে অপরিস্ফুট ভাবে সেই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা ওঁঙ্কার-প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মের পবিত্র নাম উচ্চারণ করিতে করিতে রাত্রি প্রায় পাঁচটার সময় মানবলীলা সম্বরণ করেন। অঙ্গ-বিকার বা আর্ত্তনাদ প্রভৃতি কোন বিশেষ উপদ্রব কিছুই উপস্থিত হয় নাই। ক্রমে মহানিদ্রা আবির্ভূত হইয়া যেন তাঁহার দৈহিক ও যান্ত্রিক ক্রিয়া সকল স্থগিত করিয়া দিল! তাঁহার পরলোক-গমনোন্মুখ পবিত্র আত্মা পার্শ্বশায়িনী পত্নীও হরিমোহন বাবুর অজ্ঞাত-সারে নিঃশব্দে দিব্যলোকে যাত্রা করিল!

তিনি অসুস্থ হইয়া অবধি এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিষয়াদির বা স্ত্রী-পুত্রের নিমিত্ত কোন কথাই কহেন নাই। ঔষধ পথ্যবিষয়ক সামান্য কথা-বার্ত্তা ভিন্ন নিরবচ্ছিন্ন 'ওঁঙ্কার' শব্দ উচ্চারণ ও গায়ত্রী পাঠ করিয়াছিলেন। যিনি উৎকট পরিশ্রম ও গভীর চিন্তার মধ্যেও সর্ব্বদাই ওঁঙ্কার শব্দ উচ্চারণ করিতেন, তিনি যে কর্ম্ম-শ্রম হইতে অবসর পাইয়া—অন্তিম-শয্যায় শয়ন করিয়া সেই প্রাণারাম পরব্রহ্মকে বিস্মৃত হইবেন, ইহা কোন-রূপেই সম্ভবপর নহে। মৃত্যু যে তাঁহার

শিরোদেশে উপবিষ্ট রহিয়াছে, এক দিনের জন্যও তিনি তাহা প্রতীতি করিতে পারেন নাই। যিনি সমস্ত-জীবন অমৃতের সঙ্গে যোগ রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, সেই পুণ্য-বলেই যে তিনি অবলীলা ক্রমে অমৃত-ধামে যাত্রা করিবেন, তাহার আর বিচিত্র কি ?

শ্যামাচরণ বাবু বাল্য-জীবনের শোচনীয় দুরবস্থার মধ্য দিয়া মেঘ-মুক্ত শশধরের ন্যায় ক্রমে বল-বীর্য্য, জ্ঞান-ধর্ম্ম, সুখ-ঐশ্বর্য্যে উত্থিত হওত সন ১২৮৯ সালের ৩০ ভাদ্র বৃহস্পতিবার রাত্রি প্রায় ৫টার সময় তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী ও তাঁহার গর্ভজাত একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ সবকারকে রাখিয়া (ভাদ্র, শুক্ল তৃতীয়া তিথিতে) ৬৭ সাতষট্টি বৎসর ৫ পাঁচ মাস ২২ বাইশ দিন বয়সে পরলোক যাত্রা করিয়াছেন। শ্যামাচরণ বাবু কৃষ্ণবর্ণ, মধ্যাকৃতি, বলীয়ান্, তেজীয়ান্ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার প্রসারিত বক্ষ, সুদৃঢ় বাহু, মাংসল উরুযুগল দেখিবা মাত্রই তাঁহাকে বীর্য্যবান্ বলিয়া বোধ হইত। তাঁহার বিস্তৃত ললাট, যুগ্ম-ভ্রূ, আকর্ণ-বিস্তৃত বিস্ফারিত ভাসমান-নেত্র, বৃহৎ মস্তকই, তাঁহাতে অসামান্য বিদ্যা-বুদ্ধিরই বিদ্যমানতা প্রদর্শন করিত।

তিনি বাল্য-জীবন হইতে যেমন মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি-সাধনে দৃঢ়ব্রত ছিলেন, তেমনি শারীরিক বলাধান জন্যও বিশেষ যত্নশীল থাকিতেন। ব্যায়াম, তাঁহার নিত্য-কর্ম্মের মধ্যে একটী প্রধান-কর্ম্ম ছিল। তিনি ব্যায়াম প্রভাবেই স্রঢ়িষ্ট-বলিষ্ঠ শরীরে নানা প্রকার দুর্লঙ্ঘ্য বাধাবিঘ্ন অতিক্রম ও কঠোরতর মানসিক পরিশ্রম করিয়া স্বদেশ ও স্বজাতির বিপুল মঙ্গল-সাধন করিয়া গিয়াছেন। তিনি এমনই বলশালী ও অসম সাহসিক ছিলেন, যে তালতলার নবাব-বাগানে যখন দুইটী ইষ্টক-নির্ম্মিত অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন, তখন 'নবাব-বাগিচায়' একজন হিন্দু, অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে চলিল দেখিয়া, তত্রত্য মুসলমানগণ বিদ্বেষ-পরবশ হইয়া

অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। তাঁহাকে শান্ত-প্রকৃতি দেখিয়া, তাহারা ক্রমে অধিকতর উত্তেজিত হওত একদিন সামান্য-সূত্রে তাঁহার প্রতি উপদ্রব করিবার জন্য বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হয়। তদ্দৃষ্টে শ্যামাচরণ বাবু, তাহার প্রতিবিধান করিবার নিমিত্ত, তখনই একাকী একগাছি বৃহৎ যষ্ঠি ধারণ পূর্ব্বক তাহারদিগকে সবলে আক্রমণ করেন। তাহারা প্রহারিত ও তাড়িত হইয়া সভয়ে প্রস্থান করে। তিনি অক্ষত-শরীরে জয়-যুক্ত হইয়া প্রত্যাগমন করিলে, তদবধি তাহারা পুনর্ব্বার অত্যাচার করিতে এক কালে নিবৃত্ত হয়।

তাঁহার বল-বীর্য্য, সাহস-উদ্যম, আচার-ব্যবহার, দয়া-দাক্ষিণ্য, বুদ্ধি-বিবেচনা ও জ্ঞান-ধর্ম্ম সকলই শিক্ষণীয়। তাঁহার মিতাহার ও মিতব্যবহার একান্ত অনুকরণীয়। নিতান্ত দুরবস্থায় পতিত হইয়া— পর-গৃহে, পরান্নে পালিত হইয়া যেরূপে বিদ্যা-শিক্ষা ও ক্ষুদ্রতম বিষয়-কার্য্য হইতে, তৎকালের উচ্চতম পদ লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে সামান্যতই মনুষ্য স্ফীত হইয়া উঠে। তাঁহার অবস্থাপন্ন লোককে হয়ত নিতান্ত দাতা, না হয়, একান্ত কৃপণ হইতেই প্রায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু তিনি ন্যায়-উপার্জ্জিত ধন দ্বারা বহুবিধ দান ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াও মিতব্যয়িতা-গুণে কলিকাতা তালতলা নামক স্থানে দুইখানি সুশোভন অট্টালিকা নির্ম্মাণ, এবং তাঁহার পৈতৃক বাস-ভূমি নদীয়া-জেলার অন্তর্গত মামজোয়ানি গ্রামের পত্তনি ও দর-পত্তনি স্বত্বাধিকার গ্রহণ-পূর্ব্বক তথায় একখানি বৃহৎ বাস-ভবন প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন এবং কতকগুলি সঞ্চিত অর্থ রাখিয়া এবং আপনার বিদ্যা-বুদ্ধি-যোগ্যতা বলে, আসিয়াটিক সোসাইটীর মেম্বর, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ও সামাজিক বিজ্ঞান-সভার সভ্য, কয়েক-খানি অমূল্য অসদৃশ গ্রন্থের প্রণেতা প্রভৃতি হইয়া, সসম্ভ্রমে দিনপাত করত পরলোক যাত্রা করিয়াছেন।

পিতৃহীন, সহায়-সম্পত্তি বিহীন, দীন-দুঃখী, অভিভাবক-শূন্য বালক, যে কেমন করিয়া আত্ম-চেষ্টায় জ্ঞান-গিরির উচ্চতর প্রদেশে উত্থিত হইতে পারে, সামান্য পল্লিগ্রামস্থ শিশু, জ্ঞান-ধর্ম্ম-প্রভাবে কিরূপে যে কলিকাতা সদৃশ রাজধানীর বিদ্বজ্জনসমাজের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য পণ্ডিত রূপে প্রতিষ্ঠা-লাভ করিতে সমর্থ হয়, শ্যামাচরণ-বাবুর জীবন-চরিত অধ্যয়ন করিলে, আমরা তাহার প্রচুর শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারি। সামান্য দশ-টাকার মুন্সী হইতে মৌলবী, মৌলবী হইতে পণ্ডিত, পণ্ডিত হইতে সংস্কৃত-কালেজের সুযোগ্য ইংরাজী-শিক্ষক, শিক্ষক হইতে পেশকার, পেশকার হইতে অনুবাদক (ট্রান্‌শ্লেটার,) অনুবাদক হইতে ভারতের সর্ব্ব-প্রধান বিচারালয়ে ছয়শত টাকা মাসিক বেতন-ভোগী সর্ব্বোচ্চ দ্বিভাষী (চিফ্ ইন্‌টারপ্রিটর) কিরূপে হওয়া যায়, শ্যামাচরণ বাবুর জীবন-পুস্তক পাঠ করিলেই তাহার জীবন্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষীভূত হইতে পারে। সামান্য গ্রাম্য গুরু-মহাশয়ের ছাত্র, কেমন করিয়া বিষয়-কার্য্য করিতে করিতে পারসী, আরবী, উর্দ্দু, হিন্দী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত, ইংরাজী, গ্রিক্, লাটীন, ফরাসিস্ এবং ইটালিক ভাষা শিক্ষা করিতে সমর্থ হয়, তাহা অবগত হইতে গেলে, শ্যামাচরণ বাবুর জীবন-চরিত পাঠেই সুস্পষ্ট-রূপে বুঝা যায়।

দীন-হীন বঙ্গ-বাসীর মধ্যে যদি কেহ একাধারে প্রধানতম মৌলবী, মুফ্তি, কাজী প্রভৃতির অসদৃশ গুণ, বিষয়ীর বিষয়-বুদ্ধির শ্রেষ্ঠতা, কর্ম্মিষ্ঠের অসামান্য কার্য্য-নিপুণতা, দেশীয় বিদেশীয় বহুবিধ ভাষায় অভিজ্ঞতা, হিন্দু মুসলমান জাতির প্রাচীন ও নব্য স্মৃতিশাস্ত্র সকলে অনুপম দক্ষতা, এতদ্দেশীয় রাজ-বিধি সমূহে সমধিক পারদর্শিতা এবং নিষ্কাম দান-ধর্ম্ম-অনুষ্ঠানে সবিশেষ পটুতা দেখিতে ইচ্ছা করেন, তিনি একবার শ্যামাচরণ বাবুর প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। তিনি যেমন স্বীয় যত্ন চেষ্টার বলে—আপনার শিক্ষা-প্রভাবে কর্ম্ম-ক্ষেত্রে উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন, তেমনি বিদ্যা ও বহুজ্ঞতার দ্বারা পণ্ডিত-

সমাজে শ্রেষ্ঠ-আসন প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। গুণগ্রাহী পরম পূজ্যপাদ মহর্ষি শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার পরলোকগত পত্নীর শ্রাদ্ধ কালে তাঁহার তদনুরূপ মর্য্যাদাও রক্ষা করিয়াছিলেন।

তাঁহার কর্ম্মত্যাগে, ভারতের উচ্চতম বিচারালয় যেমন অদ্যাপিও একটী রত্ন-শূন্য হইয়া রহিয়াছে, তেমনি তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গ-ভূমির পণ্ডিত-সমাজ একটী উজ্জ্বল মাণিক্য-হারা হইয়া পড়িল! তাঁহাকে হারাইয়া যেমন বঙ্গে রোদন-বিলাপ হাহাকার উত্থিত হইয়াছে, তাঁহাকে পাইয়া তেমনি দেব-লোকে আনন্দ-কোলাহল উত্থিত হউক, এই আমারদের কামনা!!

সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট।

প্রতিষ্ঠা-পত্র সকলের প্রতিলিপি

TESTIMONIALS.

June 25, *1870.*

I have known Babu Shama Churn Sirkar Chief Interpreter of the High Court since I was appointed a Judge of that Court in 1862.

He has always borne a very high character, and his conduct as an officer of the Court has been irreproachable.

He has discharged his duties as interpreter and translater carefully and conscientiously and I believe to the entire satisfaction of all Suitors.

He is not only a good linguist having some knowledge of French and Latin, as well as of Sanscrit, but has turned his attention to other subjects.

Besides a Bengally Grammar and collection of rules on the Mahomedan Law of Inheritance he has published the *Vyavastha Darpana* a Digest of the Hindu Law as current in Bengal.

This is an exceedingly useful work. It is constantly referred to by Judges and frequently cited in Courts. It has been adopted as a text book for the examination of

pleaders of the higher grade. Opinions of text-writers and decisions of the Courts, the correctness of which the Babu has seen reason to doubt, he has criticised, and in several instances, to which I could point, the Babu's views have been adopted by the High Court, and recognized as law.

I should be glad to see the Babu's merits rewarded by promotion to a higher post than that which he now fills.

JOHN P. NORMAN.
(Late officiating Chief Justice.)

BABOO SHAMA CHURN SIRKAR.

&c. &c.

MY DEAR SIR,

You tell me you are a candidate for the Dewanship of the Nizamut. Although I am not much given to writing testimonials, I have great pleasure in making an exception in your case, as that of an old and respected officer of the High Court, and in saying that I have always entertained a high opinion of your attainments, and sincere esteem for your excellent and worthy character. It will be very agreeable to me to hear that you have been successful.

Town Hall,
24th *June*, 1870.

Believe me
Yours faithfully
J. GRAHAM.

Bar Library, 21,st *June,* 1870.

MY DEAR BABOO SHAMA CHURN,

Since my arrival in India I have had many opportunities of seeing you in the performance of your duties as Chief Interpreter of this Court and have always been struck with the intelligence and anxiety to perform your difficult duties which you displayed.

If you leave the High Court it will be difficult to find a fitting successor to you, but notwithstanding that if you can obtain any appointment more agreeable to yourself I should be glad indeed to hear of it and I am sure that you would bring to the performance of its duties the same zeal, intelligence and fidelity that you have always displayed here.

Very truly yours
J. PITT KENNEDY.

BABOO SHAMA CHURN SIRCAR,

High Court, Calcutta, September 5th, 1853.

MY DEAR SIR,

Having had the advantage of your valuable services during the period I have held the office of Judge of the late Supreme Court and since the establishment of the High Court, I can bear the strongest testimony to your talents and ability which combined with your perseverance

and strict integrity have secured for you the honorable position you occupy in the High Court.

I remain
Yours faithfully
MORDAUNT WELLS.

Baboo Shama Churn Sircar has been a Translator in the English Department of this Court for a period of nearly eight years, previous to which he had served as a Peshkar in the Court.

In the discharge of his duties, he has uniformly maintained the character of a very efficient, attentive and praise-worthy officer, while his behaviour and deportment have always given satisfaction to his superiors.

Sudder Dewanny Adawlut.
The 13*th June,* 1857.

By order of the Court,
A. W. RUSSELL.
Registrar.

I have known Babu Shama Churn sircar since 1848 when he was appointed by Mr. Tucker to be his Peshkar in which office he continued till 1850 when he became chief translator of the Sudder Court which office he still retains. He is a very good English scholar and knows thoroughly many Oriental languages—Bengalee, of which language he has written an excellent grammar,—Urdoo,

Nagree, Persian and Sanskrit. He is also a man of, to the best of my knowledge, the highest character.

June 3, 57. B. J. COLVIN.

I hereby certify that I have known Babu Shama Churn Sircar since 1842. I have had ample means of judging of his knowledge of English and Bengally which I think fully fit him for the post of translator to the Sudder Court. He is a good Sanskrit and Arabic scholar, I *believe*, but I am unable to judge of that. His conduct in every way as long as I have known him has been uniformly such that I consider it a pleasure to have him to call upon and see me. I do not certify further, because I only certify what is actually within my own personal knowledge.

June, 2, 1857. H. V. BAYLEY.

We have not seen any person so learned in the Hindu law in *Sanskrita* as Srī Shyāmā Charanā Sarma who bears the title of Sarakar ; for, whenever we, who profess to teach the *Dharma Shastra*, had a conversation or discussion with him on that subject, we were in a manner astonished at observing his efficiency and proficiency in the same. *

SRĪ Braja Nātha Vidyāratna
(Head Pundit) of Nuddea.

---

* This and the one next after it are translations of the certificates written in Sanskrita.

I have known SRĪ Shyämā Charana Sarakär for a long time. Having studied the *Sanskrita*-books of the *Vyavahara-kanda* of our *Dharma Shastra* as current in the different schools or provinces, he has acquired a full knowledge of, and efficiency in, our *Shastra.* He is so well up in the *Vyavosthas* and texts of this *Shastra* that in my opinion there are very few *panditas* who have so well learned and committed them to memory. And I can positively affirm before the public that the knowledge and proficiency which he has acquired by studying our *Dharma Shastra* and commiting it to memory can by no means be acquired by the study of the few translations made into English. The above is displayed in his *Vyavastha Darpana* which never has had its equal. Of late, he has been writing in the *Sanskrita* and other languages an admirable Digest of the Hindu law as current in the Mithila, Benares, Mahratta and *Dravira* Schools, entitled the '*Vyavastha Chandrika*' which is now in press. This also will display his learning and efficiency.

Add to this, I have, with his assistance, printed the Chapter on Inheritance of the original work entitled the '*Smrtti-Chandrika*' which is current in the *Dravira* School (Madras Presidency ;) and at the end of this work I have stated his other qualifications which may be learned by perusal of the same. To write more is superfluous.

Srï Bharata Chandra Sarma (Shiromani,
Professor of law in the Govt. Sanskrita College.)

Opinions on the Vyavastha-Darpana by Sir James Colville, late Chief Justice of H. M. Supreme Court,—Rajah Radha Kant Bahadur,—and Baboo Prosunno Comar Tagore.

BABOO SHAMA CHURN SIRCAR.

MY DEAR SIR.

I am extremely sorry that pressure of business has prevented me from examining your book as attentively as I wished and still hope to do. The passages at which I have looked seem to me to afford very satisfactory proof of your industry, research, and learning ; and I hope that you will soon find time to complete a work which will, I think, do you credit, and be useful to all who in this country are concerned in the administration of justice or the exposition of Hindoo law,

18th March, 1859.

Yours very faithfully,
JAMES WM. COLVILLE.